POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022

আল্লাহ্‌র বাণী

اِنۡ يَّنۡصُرۡكُمُ اللّٰهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمۡ ۚ وَاِنۡ
يَّخۡذُلۡكُمۡ فَمَنۡ ذَا الَّذِىۡ يَنۡصُرُكُمۡ مِّنۡۢ
بَعۡدِهٖ ؕ وَعَلَى اللّٰهِ فَلۡيَتَوَكَّلِ الۡمُؤۡمِنُوۡنَ ○

যদি আল্লাহ্ তোমাদিগতকে সাহায্য করেন,তাহা হইলে কেহই তোমাদের উপর জয়যুক্ত হইতে পারিবে না, কিন্তু তিনি যদি তোমাদিগকে বিপদে নিঃসঙ্গরূপে পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে তিনি ব্যতীত কে আছে যে তোমাদিগকে সাহায্য করিবে? এবং আল্লাহ্‌র উপরই মোমেনগণকে নির্ভর করা উচিত।

(আলে ইমরান:১৬১)

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ نَحۡمَدُهٗ وَنُصَلِّيۡ عَلٰى رَسُوۡلِهِ الۡكَرِيۡمِ وَعَلٰى عَبۡدِهِ الۡمَسِيۡحِ الۡمَوۡعُوۡدِ
وَلَقَدۡ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدۡرٍ وَّاَنۡتُمۡ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 5

গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৫০০ টাকা

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

www.akhbarbadarqadian.in

সংখ্যা 1-2

সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

বৃহস্পতিবার 2-9 জানুয়ারী, 2020 6-13 জামাদিউল আওয়াল 1441 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর নিরাপত্তার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হন। আমীন।

আর স্মরণ রেখো! মোমেনের মোকাবেলার জন্য ব্যগ্র হওয়া বিবেকবান মানুষের কাজ নয়

মোমেনের বিরোধীতা করার সময় সতর্ক থাক এবং 'ইত্তাকু'-এর সত্যায়নকারী হও। এমন যেন না হয় যে তুমি মিথ্যা প্রতিপন্ন হও আর এই ভুলের নিকৃষ্ট পরিণাম ভোগ কর। কেননা মোমেন খোদা প্রদত্ত সেই জ্যোতিঃ দ্বারা দেখে,যা তুমি প্রদত্ত হও নি।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

মোমেনের অন্তদৃষ্টি সম্পর্কে সতর্ক থাকা উচিত

যেভাবে বর্ণিত হয়েছে , اِتَّقُوۡا فِرَاسَةَ الۡمُؤۡمِنِ অর্থাৎ মোমেনের অন্তদৃষ্টি সম্পর্কে সতর্ক থেকো। কেননা তোমাদের জন্য এটি কষ্টকল্পিত হলেও মোমেনদের জন্য স্বাভাবিক বিষয়। তোমাদের জন্য এটি বহিরাঙ্গের, কিন্তু তাদের জন্য বাস্তব। ঘড়ির উপমাটিই ধর। এটি যন্ত্রপাতির দ্বারা গতিশীল থাকে। তুমি হয়তো ভুল করে সাতটা বলে ফেলেছ, অথচ আসলে তিনটে বাজে। কিন্তু ঘড়ি সব সময় সঠিক সময় দেখাবে যাকে সেই উদ্দেশ্যেই বানানো হয়েছে, এটি কখন ভুল সময় দেখাবে না। যদি কোনও বক্তি হটকারিতা বশত সঠিক সময়কে অস্বীকার করে, তবে অসম্মান ছাড়া তার ভাগ্যে আর কি জুটবে? অনুরূপভাবে স্মরণ রেখো, যারা খোদার নৈকট্যভাজন এবং যাদেরকে পৃথিবীতে বিভিন্ন নামে ডাকা হয়, তাদের সঙ্গে বিবাদে লিপ্ত হওয়া বা তাদের বিরোধীতা করা মুত্তাকীর জন্য আদৌ শোভনীয় নয়। অতএব, মোমেনের বিরোধীতা করার সময় সতর্ক থাক এবং 'ইত্তাকু'-এর সত্যায়নকারী হও। এমন যেন না হয় যে তুমি মিথ্যা প্রতিপন্ন হও আর এই ভুলের নিকৃষ্ট পরিণাম ভোগ কর। কেননা মোমেন খোদা প্রদত্ত সেই জ্যোতিঃ দ্বারা দেখে, যা তুমি প্রদত্ত হও নি। এই কারণে তুমি বক্রপথে পদচারণা করলেও মোমেন সর্বদা সরল পথেই অগ্রসর হয়। বল তো দেখি, যে ব্যক্তি অন্ধকারে পথ চলছে সে কি সেই ব্যক্তির প্রতিদ্বন্দ্বীতা করতে সক্ষম যে এক দীপ্ত প্রদীপের আলোকে চলে? কখনোই নয়। আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং বলেছেন- **'হাল ইয়াস্তাবিল আ'মা ওয়াল বাসীর'** (আল আনআম, আয়াত: ৫১) অর্থাৎ দৃষ্টিশক্তিহীন কোনও ব্যক্তি কি চাক্ষুষমান কোনও ব্যক্তির সমকক্ষ হতে পারে? কখনোই নয়। কাজেই এই দৃষ্টান্ত সামনে থাকতেও আমরা যদি এর থেকে উপকৃত না হই, তবে তা কত বড় ভুলই না হবে!

মোট কথা, মোমেনের অন্তর্দৃষ্টি সম্পর্কে সতর্ক থাকা উচিত। আর মোমেনের মোকাবেলার জন্য ব্যগ্র হওয়া বিবেকবান মানুষের কাজ নয়। আর আমি এখনই যে সমস্ত লক্ষণাবলী বর্ণনা করেছি, সেগুলির দ্বারাই মোমেনকে চেনা যায়। এই ঐশী অন্তর্দৃষ্টির সশ্রদ্ধ ভয়ই সম্মানীয় সাহাবাগণকে অভিভূত করে রেখেছিল। অনুরূপভাবে আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম-এর সঙ্গে এই সশ্রদ্ধ ভয় ঐশী নিদর্শন হিসেবে প্রযুক্ত হয়েছে। আঁ হযরত (সা.)-যখন কোনও কথা বলতেন, তাঁরা জিজ্ঞাসা করে নিতেন যে সেটি ওহী বা দিব্যবাণী কি না। আর তাঁরা সে সম্পর্কে ভিন্নমত প্রকাশ করার ধৃষ্টতা দেখাতেন না, যখন জানতে পারতেন যে সেটি ওহী। তাঁরা সশ্রদ্ধ ভয়ে গুটিয়ে যেতেন।

বক্তার মর্যাদা অনুসারে তাঁর বাণীর শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ব প্রকাশিত হয়। লক্ষ্য করলে দেখবে যে, কোনও ব্যক্তি জাগতিক বিচারকের সামনে দাঁড়ালেও অসাচ্ছন্দ বোধ করে, তার মনে ভয় ঘিরে ধরে। কারণ সে জানে বিচারকের হাতে কলম (ক্ষমতা) রয়েছে। অনুরূপভাবে, যারা একথা অনুধাবন করতে সক্ষম হয় যে, মোমেনের পিছনে আল্লাহ্‌র সমর্থন রয়েছে, তারা এমন ব্যক্তির বিরোধীতা করে না। আর তাঁদের কোনও কথা বা কর্ম অবোধ্য ঠেকলে তাঁরা সেটি সম্পর্কে নিভৃতে চিন্তা করে।

জ্ঞানী ও শিক্ষিত ব্যক্তিদের অনুসরণ করা জরুরী।- এটিই اِتَّقُوۡا فِرَاسَةَ الۡمُؤۡمِنِ হাদীসটির মর্মার্থ। অর্থাৎ মোমেন যখন কিছু বর্ণনা করে, তখন খোদা সম্পর্কে ভীত হওয়া উচিত কেননা, মেমেন যা কিছু বলে তা খোদার পক্ষ থেকেই বলে। মোটকথা, মোমেন যখন খোদাকে ভালবাসে, তখন তাকে ঐশী জ্যোতি পরিবেষ্টন করে রাখে। যদিও সেই জ্যোতি তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে এবং তার মানবীয় বৈশিষ্টাবলীকে অনেকাংশে ভস্মীভূত করে দেয়, যে অবস্থা আগুনে তপ্ত লৌহ খণ্ডের হয়। তথাপি তার বান্দেগি ও মানবীয় গুণাবলী সম্পূর্ণ বিলোপ পায় না। قُلۡ اِنَّمَاۤ اَنَا بَشَرٌ مِّثۡلُكُمۡ (আল কাহাফ, আয়াত: ১১১) আয়াতের গভীরে এই রহস্যই লুক্কায়িত রয়েছে। মানব প্রকৃতি অবশিষ্ট থাকলেও তা ঐশী রঙে রঙীন হয়ে যায়, এবং তার যাবতীয় শক্তিবৃত্তি ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ খোদার পথে তাঁর মূর্তমান অভিপ্রায় ওঠে। এই পার্থক্যই তাকে কোটি কোটি মানুষের আধ্যাত্মিক প্রতিপালনের অভিভাবক বানিয়ে দেয় আর পূর্ণাঙ্গীণ ঐশী প্রতিপালন-গুণের বিকাশ-স্থল হয়ে ওঠে। যদি এমনটি না হত তবে কখনোই একজন নবী এত বিশাল সংখ্যক মানুষের পথ-প্রদর্শক হয়ে উঠতে পারে না।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ১০৩-১০৪)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

জুমআর খুতবা

নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার মূর্তপ্রতীক বদরী সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ্ (রা.) বিন আব্দুল্লাহ বি আবি সুলুল-এর পবিত্র জীবনালেখ্য

হযরত আব্দুল্লাহ্‌র পিতা মুনাফেকদের সর্দার আব্দুল্লাহ্ বিন আবু সুলুল-এর ইসলামের বিরুদ্ধে অনিষ্টতামূলক কার্যকলাপ এবং এর বিপরীতে নবী করীম (সা.)-এর ক্ষমাপরায়ণতা ও তার প্রতি অপার স্নেহ-ভালবাসা প্রদর্শনের উল্লেখ।

ভারতের কেরালা প্রদেশের মৌলানা মহম্মদ উমর সাহেবের স্ত্রী মাননীয়া আমাতুল হাফীয সাহেবা, মাসিক পত্রিকা আনসারুল্লাহ্ (পাকিস্তান)-এর সাবেক ম্যানেজার এবং প্রকাশক মাননীয় চৌধুরী মহম্ম ইব্রাহিম সাহেব, যুক্তরাজ্যের সাবেক ওসীয়্যত সেক্রেটারী মাননীয় মাসুদ আহমদ সাহেব এবং মাননীয় আনোয়ার আবডু সাহেব (সিন্ধ)-এর স্ত্রী শ্রদ্ধেয়া সালেহা আনোয়ার সাহেবার মৃত্যু। মৃতদের প্রশংসাসূচক গুণাবলীর উল্লেখ এবং জানাযা গায়েব।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক মসজিদ মুবারক , ইসলামাবাদ, টিলফোর্ড,(ইউকে) থেকে প্রদত্ত ১৫ নভেম্বর , ২০১৯, এর জুমুআর খুতবা (১৫ নবুয়্যত, ১৩৯৮ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন: বদরী সাহাবীদের সম্পর্কে আমি যে ধারাবাহিক খুতবা আরম্ভ করেছি, এ বিষয়ে গত খুতবাটি আমি জার্মানিতে দিয়েছিলাম। সে খুতবায় আমি হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলুলের আলোচনা চলছিল। এ বিষয়ে হযরত আব্দুল্লাহ্‌র পিতা আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলু লের আলোচনা যেখানে শেষ করেছিলাম তা উহুদের যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে ছিল। অর্থাৎ মহানবী (সা.) যখন যুবকদের পরামর্শ গ্রহণ করে মদিনার বাহিরে গিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করার সিদ্ধান্ত নেন তখন আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলুল যদিও নিজ সঙ্গী-সাথি নিয়ে এই বাহিনীর সাথে রওয়ানা হয় কিন্তু উহুদের পাদদেশে পৌঁছে তার তিনশ' সঙ্গীসাথিকে নিয়ে বিশ্বাসঘাতকতা প্রদর্শন করে মদিনা অভিমুখে এই বলে ফিরে যায় যে, মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) আমার কথা গ্রহণ করেন নি আর মদিনা অভ্যন্তরে থেকে শত্রুর প্রতিরোধ করেন নি, যা আমরা চাইতাম। সেই সাথে সে এটিও বলে যে, এটা কি কোন যুদ্ধ হলো! এটি তো নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেওয়ার নামান্তর। সে আরো বলে, আমি নিজেকে এই ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিতে পারি না। যাহোক, তার মনে শুরু থেকেই কপটতা ছিল আর মুনাফেকরা ভীতু হয়ে থাকে। এ ভীরুতা এখানে এসে প্রকাশও পেয়ে যায়। যাহোক, তার নিজ সঙ্গী-সাথিসহ ফিরে যাওয়ার পর মুসলমানদের সৈন্য সংখ্যা মাত্র সাতশ' বাকি থাকে।

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন,পৃ: ৪৮৭ থেকে চয়নকৃত)

কিন্তু তা সত্ত্বেও যুদ্ধেমুসলমানদেরই পাল্লা ভারী ছিল। বিজয় লাভ প্রায় নিশ্চিত ছিল কিন্তু শেষে মহানবী (সা.)-এর নির্দেশ পুরোপুরী না মানার কারণে এবং গিরিপথ ছেড়ে দেওয়ায় মুসলমানদের ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। এই পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার পর আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলুলের আচারআচরণ কেমন ছিল, মুসলমান এবং মহানবী (সা.) সম্পর্কে কী ধরনের মর্মপীড়াদায়ক ও বিদ্রূপাত্মক কথাবার্তা বলা আরম্ভ করেছিল, এর কিছুটা বিবরণ এখন আমি উপস্থাপন করব। এতে ইসলাম ও মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি হযরত আব্দুল্লাহ্‌র ভালোবাসাও ফুটে ওঠে এবং এটিও প্রমাণিত হয় যে, তার পিতা ইসলাম এবং মুহাম্মদ (সা.)-এর সম্মানে আঘাত হানলে নিজ পিতার বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ গ্রহণে তার কোন দ্বিধা ছিল না।

কীভাবে তারা হাসি-ঠাট্টা করা শুরু করেছে-এ প্রসঙ্গে সীরাত খামাতান্নাবীঈন পুস্তকে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব লিখেন, বদরের যুদ্ধের ফলে মদিনার যেসব ইহুদী ও মুনাফেক ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিল তারা ওহুদের যুদ্ধের পর এখন কিছুটা ধৃষ্ট হয়ে ওঠে। সত্য কথা হলো আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই এবং তার সঙ্গী-সাথিরা প্রকাশ্যে হাসিঠাট্টা এবং বিদ্রূপ করা আরম্ভ করে দেয়। (সীরাত খাতামান্নাবীঈন,পৃ: ৫০৬ থেকে চয়নকৃত)

কিন্তু তিনি (সা.) তাদেরকে শুধু উপেক্ষাই করতেন। এই নম্র আচরণে কোনরূপ লজ্জিত বা অনুতপ্ত না হয়ে তারা বরং নির্লজ্জতা ও নোংরা কথাবার্তায় সীমা ছাড়িয়ে যায়। মুনাফেকদের সর্দার আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলু লের আচারআচরণ এবং মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি তার ছেলে আব্দুল্লাহ্‌র ভালোবাসা ও বিশ্বস্ততা এই একটি ঘটনা থেকে প্রকাশ পায় যে, ৫ হিজরী সনে বনু মুস্তালিক-এর যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে মহানবী (সা.) কয়েকদিন মুরেসী-তে অবস্থান করেন। এটি বনু মুস্তালিকের একটি ঝর্ণার নাম। কিন্তু এই অবস্থানকালে মুনাফেকদের পক্ষ থেকে এমন এক অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটে যার ফলে দুর্বল মুসলমানদের মাঝে গৃহযুদ্ধ বেঁধে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। কিন্তু মহানবী (সা.)-এর স্থান-কালের সংবেদশীলতা সম্পর্কে সচেতনতা এবং তাঁর আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের আবেদন এই নৈরাজ্যের বিপদজনক পরিণতি থেকে মুসলমানদেরকে রক্ষা করেছে। বিস্তারিত ঘটনা হলো, হযরত ওমর (রা.)-এর জাহ্‌জাহ্ নামী এক চাকর ছিল যে মুরেসী'র স্থানীয় ঝরনা থেকে পানি সংগ্রহের উদ্দেশ্যে গিয়েছিল। ঘটনাক্রমে সেই মুহূর্তে সিনান নামী অপর এক ব্যক্তিও পানি সংগ্রহের জন্য সেখানে আসে, যে আনসারদের মিত্র ছিল। এরা উভয়েই জাহেল তথা অজ্ঞ ছিল এবং একেবারেই সাধারণ বা মুর্খ লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ঝরনায় তাদের উভয়েই পরস্পর বিবাদ আরম্ভ করে দেয় এবং জাহ্‌জাহ্ সিনান'কে এক ঘুষি মেরে বসে। এমতবস্থায় সিনান গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে বলতে থাকে, হে আনসারদের দল! আমাকে সাহায্য কর, বাঁচাও, আমাকে প্রহার করা হয়েছে, আমার ওপর আক্রমণ করা হয়েছে। যখন জাহ্‌জাহ্ দেখল যে, সিনান নিজ জাতিকে ডেকেছে, তখন সে-ও যেহেতু জাহেল বা অজ্ঞ ছিল তাই সে-ও নিজ জাতির লোকদের আহ্বান করা আরম্ভ করে দেয় যে, হে মুহাজের দল! ছুটে আস। আনসার এবং মুহাজেরদের কানে যখন এই আওয়াজ পৌঁছে তখন তারা স্ব-স্ব তরবারি নিয়ে সেই ঝরনার কাছে হুমড়ি খেয়ে পড়ে আর দেখতে দেখতে সেখানে বিরাট এক জনসমাগম ঘটে আর কতক জাহেল বা অজ্ঞ যুবকদের একে অপরের ওপর আক্রমণ করার উপক্রম হয়, কিন্তু ইতোমধ্যে কতক বিচক্ষণ এবং নিষ্ঠাবান মুহাজের ও আনসার অকুস্থে ল উপস্থিত হন এবং তারা তৎক্ষনাৎ লোকদের আলাদা করে মিমাংসা করিয়ে দেন।

মহানবী (সা.) এর কাছে এ সংবাদ পৌঁছলে তিনি বলেন, এ-তো অজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ এবং একারণে অসন্তোষ প্রকাশ করেন আর বিষয়টি এভাবেই মিটমাট হয়ে যায়। কিন্তু মুনাফেকদের সরদার আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলুল, যে কিনা বনু মুসতালিকের এই যুদ্ধে মুসলমানদের সাথে গিয়েছিল, সে যখন এই ঘটনার খবর পায় তখন সেই হতভাগা সেই নৈরাজ্যকে পুনরায় উস্কে দিতে চায় আর নিজ সাঙ্গপাঙ্গকে মহানবী (সা.) এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে অনেক প্ররোচিত করে এবং বলে যে, সব দোষ তোমাদেরই। কেননা তোমরা এই বাস্তুচ্যুত ও কপর্দকহীন মুসলমানদেরকে আশ্রয় দিয়ে মাথায় চড়িয়েছ। এখনও সময় আছে, তাদের সাহায্য-সহযোগিতা করা পরিত্যাগ কর, তাহলে তারা নিজেরাই সবকিছু ছেড়ে দিয়ে মদিনা থেকে পালাবে। আর অবশেষে সেই হতভাগা এ কথা বলে বসে যে, لَئِنْ رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ (সূরা মুনাফিকূন: ০৯) পবিত্র

কুরআনের সূরা মুনাফিকূন-এ উক্ত আয়াতের উল্লেখ আছে যার অর্থ হলো, তোমরা দেখো, এখন মদিনায় ফিরে গিয়ে সম্মানিত ব্যক্তি বা দল লাঞ্ছিত ব্যক্তি বা দলকে শহর থেকে বের করে দেয় কিনা? সেই মুহূর্তে এক নিষ্ঠাবান মুসলিম বালক যায়দ বিন আরকামও সেখানে বসে ছিলেন। তিনি আব্দুল্লাহ্‌র মুখ থেকে মহানবী (সা.) সম্পর্কে এই বাক্য শুনে অস্থির হয়ে পড়েন এবং তৎক্ষনাৎ নিজ চাচার মাধ্যমে উক্ত ঘটনার বিস্তারিত খবর মহানবী (সা.)-কে অবগত করেন। দেখুন বালক হওয়া সত্ত্বেও কতটা নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততা রাখতেন এবং খুব সতর্ক থাকতেন আর বুঝতেন যে, কোন কথা ভুল আর কোনটা সঠিক। যাহোক, তিনি তার চাচাকে ঘটনা অবগত করেন। তখন মহানবী (সা.)-এর পাশে হযরত উমর (রা.)ও বসে ছিলেন। তিনি (রা.) এই বাক্য শোনামাত্র ক্রোধ এবং আত্মভিমানের আতিশয্যে মহানবী (সা.)-এর কাছে নিবেদন করেন যে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি আমাকে এই নৈরাজ্যবাদীর মুণ্ডুচ্ছেদ করার অনুমতি দিন। তিনি (সা.) বলেন, হে উমর! ছেড়ে দাও। মানুষ বলাবলি করবে, মুহাম্মদ নিজ সাথীদের হত্যা করায়। তুমি কী এটি পছন্দ করবে ? এরপর তিনি (সা.) আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই এবং তার সাঙ্গপাঙ্গকে ডেকে পাঠান এবং তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন যে, ঘটনা কী? আমি এসব কী শুনছি? তারা সবাই তখন শপথ করে বলে, আমরা তো এমন কোন কথা বলি নি। কতক আনসারও সুপারিশের ভঙ্গিতে নিবেদন করেন যে, হয়ত যায়েদ বিন আরকাম কোন ভুল করেছেন। সে এভাবে কথা বলতে পারে না। মহানবী (সা.) তখন আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই এবং তার সহচরদের কথা গ্রহণ করেন আর যায়েদের কথা নাকচ করে দেন। এর ফলে যায়েদ খুব কষ্ট পান এবং দুঃখিত হন, কিন্তু পরবর্তীতে কুরআনের ওহী যায়েদের কথার সত্যায়ন করে এবং মুনাফেকদের মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করে। অর্থাৎ যে আয়াত আমি পাঠ করেছি তাতে।

মহানবী (সা.) একদিকে আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই ও তাঁর সঙ্গীদের ডেকে এ কথার সত্যাসত্য খতিয়ে দেখেন আর অপরদিকে তিনি (সা.) হযরত উমর (রা.)-কে বলেন, লোকদের এখনই যাত্রা করার নির্দেশ দাও। এটি হয় দুপুর বেলায়। যদিও মহানবী (সা.) সাধারণত দুপুর বেলা যাত্রা করতেন না, অর্থাৎ সফর আরম্ভ করতেন না। কেননা আরবের আবহওয়ার দিক থেকে এ সময়টি প্রচণ্ড গরমের সময় আর এ সময়ে সফর করা খুবই কষ্টকর হয়ে থাকে। কিন্তু মহানবী (সা.) তখনকার পরিস্থিতি অনুসারে এটিই সংগত মনে করেন যে, এখনই এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়া যুক্তিযুক্তি হবে। কাজেই তাঁর (সা.) নির্দেশ অনুসারে মুসলমান বাহিনী তৎক্ষণাৎ ফেরার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। সম্ভবত তখনই উসায়েদ বিন হুযায়ের আনসারী যিনি অওস গোত্রের খুবই প্রসিদ্ধ নেতা ছিলেন, তিনি মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করেন যে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি তো সাধারণত এমন সময়ে সফর করেন না, আজ কী হয়েছে যে, এমন দুপুরের সময় আপনি যাত্রা আরম্ভ করছেন! উত্তরে মহানবী (সা.) বলেন, হে উসায়েদ! তুমি কি শুন নি যে, আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই কী শব্দ ব্যবহার করেছে? সে বলেছে, আমরা মদিনায় পৌঁছাই, সেখানে পৌঁছে সম্মানীত ব্যক্তি হীন ব্যক্তিকে বহিষ্কার করবে। উসায়েদ অবলীলায় বলে ওঠেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! হ্যাঁ, কথা ঠিক। কিন্তু আপনি চাইলে নিঃসন্দেহে আব্দুল্লাহ্‌কে মদিনা থেকে বহিষ্কার করতে পারেন। কেননা আল্লাহ্‌র কসম! আপনি হলেন সম্মানিত, সে নয় আর সে-ই মূলত ইতর। পুনরায় উসায়েদ বিন হুযায়ের নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি কি জানেন যে, আপনার শুভাগমনের পূর্বে আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই স্বীয় গোত্রে অনেক সম্মানিত ব্যক্তি ছিল আর তার জাতি তাকে তাদের বাদশাহ বানানোর পরিকল্পনা করেছিল, কিন্তু আপনার শুভাগমনে তার এই চেষ্টাপ্রচেষ্টা ভেস্তে গিয়েছে। এজন্য তার হৃদয়ে আপনার বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ঘর করে নিয়েছে। তাই তার এসব আবোল-তাবোল কথায় আপনি কান দিবেন না আর তাকে মার্জনা করুন। কিছুক্ষণের মধ্যেই আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই-এর পুত্র যার নাম ছিল হুবাব, কিন্তু মহানবী (সা.) তা পরিবর্তন করে আব্দুল্লাহ্ রেখেছিলেন অর্থাৎ ইনিই হযরত আব্দুল্লাহ্ যার স্মৃতিচারণ হচ্ছে। তিনি খুবই নিষ্ঠাবান সাহাবী ছিলেন। ভীত-ত্রস্ত হয়ে তিনি মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হন এবং নিবদেন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমি শুনেছি আপনি আমার পিতার ঔদ্ধত্য ও নৈরাজ্য সৃষ্টির জন্য তাকে হত্যা করার নির্দেশ দিতে চান। আপনার সিদ্ধান্ত যদি এটিই হয়ে থাকে তাহলে আপনি আমাকে নির্দেশ দিন, আমি এখনই আমার পিতার শিরোচ্ছেদ করে আপনার পদতলে রেখে দিব, কিন্তু দয়া করে আপনি অন্য কাউকে এ নির্দেশ দিবেন না। কেননা আমার আশংকা হয় যে, আমার মাঝে জাহেলিয়াতি বা অজ্ঞতার যুগের মনমানসিকতা মাথাচাড়া দেবে আর আমি আমার পিতার হত্যাকারীর কোন ক্ষতি করে বসব এবং খোদার সন্তুষ্টির সন্ধান থাকা সত্ত্বেও দোযখে নিপতিত হব। আমি আল্লাহ্ তা'লাকে সন্তুষ্ট করতে চাই কিন্তু একজন মুসলমানকে হত্যা করে আমি দোযখে চলে যাব। মহানবী (সা.) তাকে আশ্বস্ত করে বলেন, আমার ইচ্ছা আদৌ এটি নয় বরং সর্বাবস্থায় আমি তোমার পিতার সাথে নম্রতা ও অনুগ্রহপূর্ণ আচরণ করব।

কিন্তু আব্দুল্লাহ্ বিন আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই-এর মাঝে নিজের পিতার বিরুদ্ধে এতটা উত্তেজনা কাজ করছিল যে, মুসলিম বাহিনী যখন মদিনার উদ্দেশ্যে ফিরে যাচ্ছিল তখন আব্দুল্লাহ্ তার পিতার পথ আগলে দাঁড়িয়ে বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমি তোমাকে ততক্ষণ ফিরে যেতে দিব না যতক্ষণ তুমি নিজ মুখে এই স্বীকারোক্তি না দিবে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) সম্মানিত আর তুমি লাঞ্ছিত। হযরত আব্দুল্লাহ্ (রা.) এত জোর দিয়ে তার পিতার ওপর চাপ প্রয়োগ করেন যে, শেষ পর্যন্ত সে বাধ্য হয়ে উক্ত বাক্য বলে যার ফলে আব্দুল্লাহ্ তার রাস্তা ছেড়ে দেন।

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন,পৃ: ৫৫৭,৫৫৯,৫৬১ থেকে চয়নকৃত)

ইবনে সাদ এ ঘটনাটি এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, মহানবী (সা.) যখন সাহাবীদেরকে যাত্রা করার নির্দেশ দেন তখন আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই -এর পুত্র হযরত আব্দুল্লাহ্ (রা.) নিজ পিতার পথ আগলে দাঁড়ান এবং উট থেকে নীচে নেমে এসে পিতাকে বলেন, যতক্ষণ তুমি এটি স্বীকার করে না নিবে যে, তুমি নিকৃষ্ট এবং মুহাম্মদ (সা.) সর্বোৎকৃষ্ট ততক্ষণ আমি তোমাকে ছাড়ব না। মহানবী (সা.) যখন তাদের পাশ দিয়ে যান তখন তিনি (সা.) বলেন, তাকে ছেড়ে দাও। অর্থাৎ, মহানবী (সা.) দেখে বলেন, তাকে ছেড়ে দাও। তিনি (সা.) বলেন, আমার জীবনের কসম! সে যতদিন আমাদের মাঝে জীবিত আছে আমি অবশ্যই তার সাথে উত্তম আচরণ করব। তাবাকাতুল কুবরা পুস্তকে এটি লেখা আছে। এছাড়া এটিও উল্লেখ পাওয়া যায় যে, হযরত আব্দুল্লাহ্ (রা.)-এর পিতা আবদুল্লাহ্ বিন উবাই এটি বলেছিল যে, لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ। অর্থাৎ, সম্মানিত ব্যক্তি কিংবা দল তাদের শহর থেকে লাঞ্ছিত ব্যক্তি বা দলকে বের করে দিবে। এটি শুনে হযরত আব্দুল্লাহ্ (রা.) মহানবী (সা.)-কে বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! সেই লাঞ্ছিত এবং আপনি সম্মানীত। নিজ পিতা সম্বন্ধে স্বয়ং পুত্র এই কথা বলে।

(আল ইসতিয়াব ফি মারেফাতিল আসহাব, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৯৪১)

অতঃপর মুনাফিকদের পক্ষ থেকে একটি নোংরা অপবাদ আরোপ করা হয়েছিল আর তা হলো, ইফক্-এর ঘটনা যার হোতা ছিল আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলুল। বনু মুসতালিক-এর যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে ইফক্-এর ঘটনাটি ঘটেছিল যাতে হযরত আয়েশা (রা.)-এর উপর নোংরা অপবাদ লাগানো হয়েছিল। আর এই অপবাদের হোতা ছিল আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলুল। গতবছরের শেষের দিকের একটি খুতবায় আমি ইফক্-এর ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছিলাম, (খুতবা জুমা ১৪ই ডিসেম্বর, ২০১৮ দ্রষ্টব্য) কিন্তু এ প্রসঙ্গে এখানেও কিছুটা বলে দিচ্ছি। এটি হযরত আয়েশা (রা.)-এর বর্ণনা যার পুরোটা নয় বরং কিছু অংশ আমি এখানে বর্ণনা করবো।

তিনি (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) যখন কোন সফরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিতেন, তখন তিনি (সা.) তাঁর স্ত্রীদের মধ্যে লটারি করতেন, আর লটারিতে যার নাম উঠত তিনি (সা.) তাকে নিজের সাথে নিয়ে যেতেন। এই সফরের সময় আমাদের মধ্যে লটারি করা হলে আমার নাম উঠে; আমি তাঁর (সা.) সাথে যাই। ততদিনে পর্দার নির্দেশ অবতীর্ণ হয়ে গিয়েছিল, অর্থাৎ পর্দা-সংক্রান্ত নির্দেশ এসে গিয়েছিল। আমাকে হাওদায় বসানো হতো এবং হাওদাসহ নামানো হতো। একটি পালকিসদৃশ চেয়ারের মতো ছিল, সেটিতে বসানো হতো, তাতে পর্দা ঝুলানো থাকত এবং সেটি উটের উপর রেখে দেওয়া হতো।

তিনি (রা.) বলেন, এভাবেই আমাদের সফর কাটতে থাকে। যখন মহানবী (সা.) সেই অভিযান শেষ করে প্রত্যাবর্তনের পথে ছিলেন, আর আমরা মদিনার কাছেই ছিলাম এমতাবস্থায় এক রাতে তিনি (সা.) যাত্রা করার নির্দেশ দেন। যখন লোকজন যাত্রা করার ঘোষণা দিল তখন আমিও বের হলাম এবং সৈন্যবাহিনী থেকে (অনেকটা) এগিয়ে গেলাম। প্রাকৃতির ডাকে সাড়া দেওয়ার প্রয়োজন ছিল (তার)। (তিনি বলেন,) প্রয়োজন শেষে আমি নিজের হাওদার কাছে ফিরে আসার পর আমি আমার গলায় হাত দিয়ে টের পেলাম যে,একটি কালো পাথরের হার ছিল যা আমার গলা থেকে খুলে পড়ে গিয়েছে। আমি ফিরে যাই এবং আমার হার খুঁজতে থাকি। ইতোমধ্যে যারা আমার উট প্রস্তুত

যুগ ইমাম-এর বাণী

কোনও ধর্ম, জাতি বা সম্প্রদায় আধ্যাত্মিকতা ব্যাতিরেকে টিকে থাকতে পারে না। **(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৬১)**

দোয়াপ্রার্থী: Azkarul Islam, jamat Ahmadiyya Amaipur (Birbhum)

করত তারা আসে এবং আমার হাওদা উঠিয়ে তা আমার উটের উপর রেখে দেয়, যাতে আমি চড়তাম। তারা ধরে নেয় আমি তাতেই বসে আছি। যাহোক, তারা উটকে উঠিয়ে হাঁকিয়ে দেয় এবং নিজেরাও চলতে থাকে। যখন পুরো সৈন্যবাহিনী চলে যায়, আমি আমার হারিয়ে যাওয়া হার খুঁজে পাই বা তা দেখতে পাই এবং তুলে আনি। অতঃপর আমি আমার সেই অস্থায়ী শিবির বা অবস্থানস্থলের দিকে যাই অর্থাৎ যেখানে আমি ছিলাম। আমি ভাবলাম যে, তারা আমাকে না পেয়ে আমার সন্ধানে ফিরে আসবে। তিনি বলেন, আমি তাঁবুতে গিয়ে দেখি সেখানে কেউ নেই; যাহোক আমি এই ধারণাই করি যে, তারা যখন আমাকে পাবে না আমার সন্ধানে ফিরে আসবে। তিনি বলেন, আমি বসে ছিলাম এই অবস্থায় আমার চোখ লেগে যায় অর্থাৎ ঘুমিয়ে পড়ি। সাফওয়ান বিন মুয়াত্তাল সুলামি যাকওয়ানী সৈন্যবাহিনীর পশ্চাতে অবস্থান করতেন এটি দেখার জন্য যে, কোন জিনিস পিছনে থেকে যায়নি তো। তিনি বলেন, তিনি (অর্থাৎ, সাফওয়ান বিন মুয়াত্তাল সুলামি যাকওয়ানী) সকালে সেই স্থানে আসেন যেখানে আমরা যাত্রাবিরতি দিয়েছিলাম। তিনি একজন ঘুমন্ত মানুষকে দেখতে পান এবং আমার নিকট আসেন। পর্দা সংক্রান্ত নির্দেশ অবতীর্ণ হবার পূর্বে তিনি যেহেতু আমাকে দেখেছেন, তাই তিনি আমাকে দেখে 'ইন্না লিল্লাহ' বলে উঠেন। তার 'ইন্না লিল্লাহ' বলা শুনে আমি জেগে উঠি। যাহোক, এরপর তিনি তার উটনীকে বসান এবং আমি এতে আরোহণ করি আর তিনি উটনীর লাগাম ধরে রওয়ানা হয়ে যান। অবশেষে আমরা সৈন্যবাহিনীর সাথে তখন মিলিত হই যখন ঠিক দুপুরের সময় লোকজন আরাম করার জন্য তাঁবুতে ছিল। তিনি বলেন, এরপর যার ধ্বংস হবার ছিল সে ধ্বংস হয়। অর্থাৎ, অপবাদ আরোপ করে নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়। আর এই অপবাদ আরোপের মূল হোতা ছিল আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলুল। তিনি বলেন, যাহোক আমরা মদিনা পৌঁছে যাই। সেখানে আমি এক মাস পর্যন্ত অসুস্থ থাকি। কোন কারণে তিনি অসুস্থ হয়ে গিয়েছিলেন। অপবাদ আরোপকারীদের কথা মানুষ খুব বলাবলি করতে থাকে। আর আমার অসুস্থতার দিনগুলোতো, যে বিষয়টি আমাকে সন্দেহে নিপতিত করতো তা হলো, আমি মহানবী (সা.) এর সেই দয়া প্রত্যক্ষ করতাম না, যা আমি আমার অসুস্থতার সময় তাঁর (সা.) কাছ থেকে পূর্বে প্রত্যক্ষ করতাম। তিনি জানতেন না যে, কি বিষয় নিয়ে কানাঘুষা হচ্ছিল। তিনি (সা.) শুধু ভিতরে প্রবেশ করতেন এবং আসসালামু আলাইকুম বলতেন। এরপর জিজ্ঞেস করতেন, আয়েশা এখন কেমন আছেন? এই অপবাদ সম্বন্ধে আমার কিছুই জানা ছিল না। তিনি বলেন, একদিন আমি উম্মে মিসতাহ্-র সাথে বাইরে যাই। সেসময় মানুষ প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেয়ার জন্য বাইরে যেতো। তখন সে আমাকে অপবাদ অরোপকারীদের কথা শুনায়। আমি যখন নিজ গৃহে ফেরত আসলাম তখন মহানবী (সা.) আমার কাছে আসেন এবং আমাকে আসসালামু আলাইকুম বলেন আর জিজ্ঞেস করেন, এখন তুমি কেমন আছ? আমি নিবেদন করি যে, আমাকে আমার পিতা-মাতার গৃ ে হ যেতে দিন। তিনি আমাকে অনুমতি প্রদান করেন। আমি আমার পিতা-মাতার গৃহে আসার পরআমার মাকে জিজ্ঞেস করলাম, আমার ব্যাপারে লোকজন কী বলাবলি করছে? আমার মা বলেন, হে আমার মেয়ে! এসব কথায় নিজ প্রাণকে কষ্টে নিপতিত করো না; নিশ্চিন্তে থাক। মানুষ এমন কথা বলেই থাকে। আমি বললাম, সুবহানাল্লাহ্ মানুষ এসব কথা বলছে! তিনি বলেন, আমি যখন জানতে পারলাম যে, আমার ওপর এমন অপবাদ আরোপ করা হয়েছে, এটা জানার পর সে রাত আমার এমনভাবে কেটেছে যে, সকাল পর্যন্ত না আমার কান্না বন্ধ হয়েছে আর না আমার ঘুম হয়েছে। যাহোক, এই অপবাদের চর্চা চলতে থাকে। মহানবী (সা.) কতিপয় সাহাবীর সাথেও পরামর্শ করেন। তিনি (অর্থাৎ হযরত আয়েশা) বলেন, এরপর একদিন মহানবী (সা.) হযরত আয়েশার ব্যক্তিগত সেবিকা বারীরাকে ডেকে পাঠান এবং তিনি জিজ্ঞেস করেন যে, হে বারীরা! তুমি তার (অর্থাৎ হযরত আয়েশার) মাঝে এমন কিছু দেখেছ কি যা তোমাকে সন্দেহে নিপতিত করে? বারীরা বলেন, কখনোই না, এমন কোন কিছুই দেখি নি। আরো বলেন, সেই সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সত্যসহ পাঠিয়েছেন, আমি হযরত আয়েশার মাঝে এর বেশি আর কিছু দেখিনি যেটিকে আমি তার দোষ বলতে পারি, অর্থাৎ সবচেয়ে বড় দোষ বা দুর্বলতা যা দেখেছি তা হলো তার বয়স কম; ছেলেমানুষি প্রদর্শন করেন। আর তার ঘুম বেশি পায়, কখনো কখানো আটা রেখে ঘুমিয়ে পড়েন আর ঘরে ছাগল এসে তা খেয়ে ফেলে। অর্থাৎ তিনি শুধুমাত্র অসতর্ক, এর বেশি কিছু নয় অথবা তার ঘুম বেশি পায়। এটি শুনে সেদিনই মহানবী (সা.) সাহাবীদের সম্বোধন করেন আর আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলুলের ব্যাপারে অভিযোগ করেন এবং বলেন, এমন ব্যক্তির সাথে কে বুঝাপড়া করবে, যে আমার স্ত্রীর বরাতে আমাকে কষ্ট দিয়েছে? আর আমি আল্লাহ্‌র কসম করে বলছি যে, আমার স্ত্রীর ব্যাপারে পুণ্য ছাড়া আমি আর কিছুই জানি না। আর যার বিরুদ্ধে অপবাদ লাগিয়েছে তার সম্পর্কে তিনি বলেন, তারা এমন এক ব্যক্তির কথা বলেছে যার সম্পর্কেও আমি ভালো ব্যতীত কিছু জানি না। আর আমার পরিবারের কাছে যখনই সে আসত আমার সাথেই আসত, কখনো একা আসেনি।

যাহোক, সারকথা হলো হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, একদিন মহানবী (স.) আমাকেও এ ব্যাপারে সরাসরি জিজ্ঞাসা করেন। তখন আমি বলি, খোদার কসম, আমি জানতে পেরেছি যে, আপনারা সেকথা শুনেছেন যেব্যাপারে লোকেরা পরস্পর বলাবলি করছে, কানাঘুষা করছে, আমার বিরুদ্ধে অপবাদ লাগাচ্ছে। আমি যদি আপনাকে বলি, আমি নির্দোষ, আমি এরূ প কোন কাজ করি নি এবং আল্লাহ্ তা'লা জানেন যে, আমি আসলেই নির্দোষ, তাহলেও আপনি আমার কথা বিশ্বাস করবেন না। আর আমি যদি আপনার কাছে কোন বিষয় স্বীকার করে নিই, অথচ আল্লাহ্ তা'লা জানেন যে, আমি নিষ্পাপ আর আমি এরূপ কোন কাজ করিনি, কিন্তু আপনি আমার এ স্বীকারোক্তি বিশ্বাস করবেন, কেননা মানুষের মাঝে এটি এত ব্যাপকভাবে ছড়িয়েছে যে, প্রত্যেকেই একথা বলছে, এমনকি কতিপয় সাহাবীও এসব কথা বলছে। এরপর আমি বললাম, আল্লাহ্‌র কসম! আমি ইউসুফের পিতার দৃষ্টান্ত ছাড়া আমার ও আপনার আর কোন তুলনা খুঁজে পাই না। তিনি বলেছিলেন, **"ফাসাব্‌রুন জামীলুন ওয়াল্লাহুল মুসতাআনু আলা মা তাসেফুন"** (সূরা ইউসুফ: ১৯) অর্থাৎ ধৈর্য ধরাই উত্তম এবং তোমরা যা বলছ এ ব্যাপারে আল্লাহ্‌র কাছেই সাহায্য চাওয়া উচিত। সুরা ইউসুফে এটি বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, এরপর আমি একপাশে সরে গিয়ে আমার বিছানায় চলে আসি। আর আমি আশান্বিত ছিলাম যে, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে এথেকে মুক্ত করবেন আর অবশ্যই তিনি মহানবী (সা.) কে বলবেন যে, আমি এ অপবাদের উর্ধ্বে। হযরত আয়েশা বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! এ ঘটনার পর অর্থাৎ আমার এ কথা বলার পর তখনো তিনি (সা.) স্বীয় বসার স্থান থেকে সরেন নি আর আহলে বায়ত-এর মধ্য থেকে কেউ বাহিরেও যায় নি, ঘরের সবাই তখন সেখানেই ছিল। তিনি যখন মহানবী (সা.)-এর কাছে এই কথা বলেছিলেন তখন হযরত আবু বকর (রা.) এবং হযরত আয়েশা (রা.)-এর মা উভয়ে সেখানেই ছিলেন। এমন সময় মহানবী (সা.)-এর প্রতি ওহী অবতীর্ণ হয় আর ওহী অবতীর্ণ হওয়ার সময় তাঁর (সা.)-যেরূপ অসাধারণ কষ্ট হতো সেরূপ কষ্ট হতে থাকে। (এমন সময়) তাঁর শরীর ঘর্মাক্ত হয়ে ভিজে যেত। তিনি বলেন, মহানবী (সা.)-এর ওপর থেকে যখন ওহীর অবস্থা দূর হচ্ছিল তখন তিনি মুচকি হাসছিলেন, এরপর প্রথম যে কথা তিনি বলেছিলেন তা এটি ছিল যে, হে আয়েশা! আল্লাহ্ তা'লার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, কেননা আল্লাহ্ তা'লা তোমার নির্দোষ হওয়ার ঘোষণা প্রদান করেছেন। আমার মা আমাকে বলেন, উঠ আর মহানবী (সা.)-এর কাছে যাও। আমি বললাম, আল্লাহ্‌র কসম! কখনো না, আমি উঠে তাঁর কাছে যাব না আর তাঁর কৃতজ্ঞতা আদায় করব না। আমি আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো কৃতজ্ঞতা আদায় করব না। আল্লাহ্ তা'লা এই ওহী করেছিলেন- **"ইন্নাল্লাযীনা জা-উ বিল ইফ্‌কে উস্‌বাতুম মিনকুম"** (সূরা নূর: ১২) অর্থাৎ নিশ্চয় যারা এই অপবাদ আরোপ করেছিল তারা তোমাদেরই এক দল। এসব কথা সত্ত্বেও নির্দোষ হওয়ার ঘোষণা আসে, মহানবী (সা.) ঘোষণা প্রদান করেন আর কুরআন শরীফে আল্লাহ্ তা'লা আয়াত অবতীর্ণ করেন। বরং হযরত আয়েশা (রা.) বলতেন যে, আমার ধারণা ছিল, আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-কে দিব্যদর্শন অথবা অন্য কোন মাধ্যমে এ বিষয়টি অবগত করবেন। কিন্তু আমার এ আশা ছিল না যে, পবিত্র কুরআন করীমের কোন আয়াত এ বিষয়ে অবতীর্ণ হবে।

(সহী বুখারী, কিতাবুশশাহাদাত, হাদীস-২৬৬১)

এই বিষয়টির নিষ্পত্তি হয় আর অপবাদ আরোপিত হতে থাকে, আরো বিভিন্ন প্রচেষ্টা হতে থাকে, কিন্তু এই সমস্ত বিষয় সত্ত্বেও মুনাফেকদের এই সর্দারের সাথে রহমতুল্লিল আলামীন মহানবী (সা.)-এর ব্যবহার কেমন ছিল? হযরত আব্দুল্লাহ্‌র পিতা অর্থাৎ আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই যখন মারা যায় তখন তিনি (রা.) মহানবী (সা.)-এর কাছে জানাযা পড়ানোর অনুরোধ করেন, একইভাবে তিনি এই নিবেদনও করেন যে, হুযূর! আপনি আপনার একটি জামা প্রদান করুন যাতে সেটিকে কাফন হিসেবে নিজের পিতার জন্য ব্যবহার করতে পারি। এভাবে হয়ত আমার পিতা ক্ষমা লাভ করবে। এই আবেদনের প্রেক্ষিতে হুযূর (সা.) তাকে জামা প্রদান করেন। অন্য একটি রেওয়ায়েতে

যুগ খলীফার বাণী

" খোদা তা'লার সঙ্গে সম্পর্কে উন্নতি করা এবং এই সম্পর্ককে সুদৃঢ় করাই আমাদের পরম কর্তব্য।।" (খুতবা জুমা, প্রদত্ত, ২৪৫শে মার্চ, ২০১৯)

দোয়াপ্রার্থী: Shamsher Ali, Amir Birbhum District

এই শব্দও পাওয়া যায় যে, হযরত আব্দুল্লাহ্‌র পিতা অর্থাৎ আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলুল যখন মারা যায় তখন তিনি মহানবী (সা.)-এর কাছে উপস্থিত হন এবং নিবেদন করেন, হুযূর! আপনি আপনার একটি জামা দিন, যেন আমি সেটিকে আমার পিতার কাফন হিসেবে ব্যবহার করতে পারি আর আপনি তার জানাযার নামায পড়ান এবং তার জন্য ইস্তেগফার করুন। তখন মহানবী (সা.) তাকে নিজের একটি জামা প্রদান করেন এবং বলেন, তোমরা যখন দাফন-কাফন এর প্রস্তুতি সম্পন্ন করবে তখন আমাকে ডাকবে। মহানবী (সা.) যখন জানাযার নামায পড়াতে আরম্ভ করেন তখন হযরত উমর (রা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা আপনাকে মুনাফেকদের জানাযার নামায পড়াতে নিষেধ করেছেন। মহানবী (সা.) বলেন, আমাকে তাদের জন্য ইস্তেগফার করা বা না করার বিষয়ে স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। অতএব মহানবী (সা.) তার জানাযার নামায পড়ান। এরপর যখন আল্লাহ্ তা'লা এ ধরনের ব্যক্তিদের জানাযার নামায না পড়ানোর ব্যাপারে পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন তখন থেকে মহানবী (সা.) মুনাফিকদের জানাযার নামায পড়ানো সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেন।

(আল ইসতিয়াব ফি মারিফাতিল আসহাব, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৯৪১)

একটি রেওয়ায়েত হলো, মহানবী (সা.) যখন সেখানে পৌঁছেন তখন তাকে কবরে শায়িত করা হয়ে গিয়েছিল। তিনি (সা.) সেই মরদেহ কবর থেকে বের করান, নিজ পায়ে তার মাথা রাখেন আর নিজ মুখের পবিত্র লালা তার মুখে লাগান, তারপর তিনি দোয়া করেন এবং নিজের জামা খুলে দেন। (সহী বুখারী, কিতাবুল জানায়েজ, হাদীস-১৩৫০)

অপর এক রেওয়ায়েতে এটিও বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ বর্ণনা করেন, বদরের যুদ্ধের সময় কাফের যুদ্ধবন্দীদেরকে নিয়ে আসা হয় আর হযরত আব্বাসকেও নিয়ে আসা হয়, তার শরীরে কোন বস্ত্র ছিল না। মহানবী (সা.) তার জন্য একটি জামা খুঁজছিলেন। মানুষ আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই-এর জামা তার জন্য উপযুক্ত পায়। মহানবী(সা.) সেটিই তাকে পরিধান করান আর একারণেই মহানবী (সা.) আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই-এর জন্য তার মৃত্যুর পরে নিজের জামা খুলে তার জন্য দিয়ে দেন যেন তাকে তা পরানো হয়।

ইবনে উয়ায়না বলেন, মহানবী (সা.) এর সাথে সে সদ্ব্যবহার করেছিল, তাই মহানবী (সা.)ও তার সাথে সদ্ব্যবহার করতে চাইলেন।

(সহী বুখারী, কিতাবুল জিহাদ, হাদীস-৩০০৮)

যদিও এটি সহীহ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে কিন্তু এটি তেমন কোন নির্ভরযোগ্য হাদীস মনে হয় না কেননা মহানবী (সা.) রাহমাতুল্লিল আলামীন ছিলেন। এছাড়া অপর একটি বিষয় হলো, অনেকের মতে সেই সময় অর্থাৎ বদরের যুদ্ধের সময় সে মুসলমানও ছিল না। আর যদি ধরে নেওয়া হয় যে, জামা দেওয়ার কারণে তিনি নিজের জামা দিয়েছেন কিন্তু সত্য কথা হলো সে সময় পর্যন্ত মহানবী (সা.)ও তার প্রতি অগণিত কৃপা করেছিলেন। যাহোক এ বিষয়টি কেবলমাত্র এতটুকুই নয় , এটি আসলে স্নেহের আচরণ ছিল। আর আমার ধারণা মতে হযরত আব্দুল্লাহ্‌র কারণে মহানবী (সা.) এমনটি করেছিলেন, কেননা তার পুত্র প্রতিটি বিষয়ে ইসলাম ওমহানবী (সা.) এর জন্য প্রতিটি আত্মাভিমান দেখিয়েছেন এবং নিজের ঈমানের সুরক্ষা করেছেন, এমনকিনিজ পিতার প্রতি কঠোরতাও করেছেন। এ কারণে সন্তানের মনস্তুষ্টির জন্য বা তার বাসনার কারণে তিনি (সা.) নিজ পোশাক খুলে দিয়েছিলেন।

হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.) এই রেওয়ায়েত নিজে সরাসরিও বর্ণনা করেছেন । তিনি বলেন যখন আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলুল মারা যায়, তখন রসুলুল্লাহ্ (সা.) এর কাছে আবেদন করা হয় যে আপনি তার জানাযার নামায পড়ান। যখন মহানবী (সা.) দণ্ডায়মান হন তখন আমি দ্রুত তাঁর (সা.) কাছে যাই এবং বলি, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি কি ইবনে উবাই এর জানাযার নামায পড়ছেন? অথচ সে অমুক দিন এ কথা বলেছিল আর অমুক দিন ঐ কথা বলেছিল। আমি একের পর এক তার কথা গুণতে থাকি। আমি তার বিরুদ্ধে যখন একের পর এক কথা বলতে থাকি তখন মহানবী (সা.) মুচকি হাসেন এবং বলেন, উমর! সরে যাও। আমি যখন তাঁকে খুব পিড়াপিড়ি করলাম তখন তিনি বলেন, আমাকে অধিকার দেওয়া হয়েছে। তাই আমি অধিকার কাজে লাগিয়েছি। আমি যদি নিশ্চিত হতে পারি যে, সত্তরের অধিক বার এস্তেগফার করলে তাকে ক্ষমা করা হবে তাহলে আমি অবশ্যই এর চেয়েও বেশি ক্ষমা প্রার্থনা করব। হযরত উমর (রা.) বলেন, অতএব মহানবী(সা.) তার জানাযার নামায পড়িয়ে ফিরে আসার স্বল্প ক্ষণ পরেই সূরা বারাআত অর্থাৎ সূরা তওবার এই দুই আয়াত অবতীর্ণ হয়,

وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰٓ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِۦٓ ۖ إِنَّهُمْ كَفَرُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَمَاتُوا۟ وَهُمْ فَٰسِقُونَ

(সূরা তওবা: ৮৪)

অর্থাৎ, তাদের কেউ মারা গেলে তুমি কখনো তার জানাযার নামায পড়বে না এবং তুমি তার কবরে দাঁড়াবে না, কেননা তারা আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল কে অস্বীকার করেছে এবং তারা ওয়াদা ভঙ্গকারী অবস্থায় মৃত্যু বরণ করেছে। হযরত উমর (রা.) বলতেন, এরপর আমি আমার ধৃষ্টতার জন্য অবাক হই যে, সেই দিন আমি মহনবী (সা.)-এর সামনে কথা বলার ধৃষ্টতা কীভাবে দেখালাম। আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলই ভালো জানেন।

(বুখারী কিতাবুল জানায়েয, হাদীস, ১৩৬৬)

হযরত আব্দুল্লাহ্‌র স্মৃতিচারণে এই ঘটনার বর্ণনা এখানেই শেষ হলো। আগামীতে অবশিষ্ট সাহাবীদের স্মৃতিচারণ করা হবে।

এখন আমি কয়েকজন মরহুমের স্মৃতিচারণ করব আর জুমুআর নামাযের পর তাদের জানাযার নামাযও পড়াব।

এতে সর্বপ্রথম যার স্মৃতিচারণ করা হবে তিনি হলেন শ্রদ্ধেয়া আমাতুল হাফিয সা হেবা, যিনি ভারতের কেরালা নিবাসী মুকাররম মওলানা মুহাম্মদ উমর সাহেবের সহধর্মিণী ছিলেন। গত ২০ অক্টোবর তারিখে ৭২ বছর বয়সে তার ইন্তেকাল হয়েছে, **'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেনউন'**।। তিনি ১৯৪৭ সালে কেরালাতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। মরহুমার বংশে আহমদীয়াত তার বড়-নানার মাধ্যমে এসেছিল যিনি কেরালার প্রারম্ভিক আহমদীদের মধ্যে একজন ছিলেন। তিনি চেন্নাইতে সেক্রেটারী মাল এবং কেরালায় দীর্ঘকাল লাজনার প্রেসিডেন্ট হিসেবে খেদমত করার তৌফিক লাভ করেছেন। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত এবং তাহাজ্জুদ নামায আদায়ের ক্ষেত্রে খুবই নিয়মিত ছিলেন। লাজনা এবং নাসেরাতদেরও সর্বদা পবিত্র কুরআন পড়াতেন। সব ধরনের ফরয ও নফল রোযা রাখতেন। তিনি জীবনের অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত মওলানা মুহাম্মদ উমর সাহেবের অনেক সেবা করেছেন। তিনি অত্যন্ত অতিথিপরায়ণ এবং সৃষ্টি-সেবার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ ছিলেন। অনেক পুণ্যবান মহিলা ছিলেন। খিলাফতের সাথে সুগভীর সম্পর্ক ছিল। যে যে স্থানেই তিনি ছিলেন সেখানে মিশন হাউজে আগমনকারী মেহমানদের সাথে তার আন্তরিক সম্পর্ক ছিল আর খুবই আন্তরিকতার সাথে তাদের সেবা করতেন। মৃত্যুর পূর্বে তার তিন বার হার্ট এটাক হয়েছিল। তৃতীয় বার যখন তার হার্ট এটাক হয় তখন তিনি মৌলভি উমর সাহেবকে বলেন, আমার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এসেছে, তারপর বলেন, আপনি সবাইকে আমার সালাম পৌঁছে দিবেন। তারপর উঁচু স্বরে তিন বার আল্লাহু আকবর বলেন। আর এভাবে তিনি খোদা তা'লার দরবারে উপস্থিত হন। মরহুমা ওসীয়তকারিনী ছিলেন। শোকসন্তপ্ত পরিবা রের মাঝে চার কন্যা রয়েছে। তিনি মুনাওয়ার আহমদ নাসের সাহেবের শাশুড়ি ছিলেন যিনি আমাদের এখানে পি.এস. দফতরে তামিল ডাক বিভাগে স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে সেবা করছেন।

মোকাররম মৌলভি মুহাম্মদ উমর সাহেব লিখেন, ১৯৬১ সনে যখন আমি মৌলভী ফাযেল পাশ করি তখন মাদরাসাতুল আহমদীয়ায় শিক্ষক হিসেবে আমার প্রথম পোস্টিং হয়। তারপর হায়দারাবাদে পোস্টিং হয়। সে সময় সেখানে একটি দুর্ঘটনাও ঘটে। ১৯৬৭ সনে হায়দরাবাদে প্রবল বৃষ্টি বর্ষণের ফলে জুবিলি হল, যার প্রথম তলায় নামায ঘর এবং অফিস ছিল, সেই হলের দ্বিতীয় তলা ছিল লাজনা ইমাইল্লাহর জন্য নির্ধারিত আর তৃতীয় তলায় ছিল মিশন হাউস। সেই হলটির বেশিরভাগ অংশ তুমুল বর্ষণের ফলে হঠাৎ ধ্বসে পড়ে। তিনি বলেন, ঘটনার সময় আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম না। দুপুরে যখন মিশন হাউসে পৌঁছি তখন এটি দেখে বিস্মিত হই যে, পুরো বিল্ডিং ধ্বসে পড়েছে আর শুধুমাত্র একটি কোণার ছোট একটি অংশ দণ্ডায়মান ছিল, যেখানে আমার স্ত্রী তিন মাসের সন্তানকে কোলে নিয়ে তৃতীয় তলার এক

দোয়াপ্রার্থী: Sk Hatem Ali, Uttar Hajipur, Diamond Harbour

যুগ খলীফার বাণী

আল্লাহ্‌র সামনে নতজানু হওয়াই হল বিপদাপদপূর্ণ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের একমাত্র পথ । (খুতবা জুমা প্রদত্ত,১০ই মার্চ, ২০১৭)

দোয়াপ্রার্থী: Nur Alam, Jalpaiguri District

কোণায় অসহায় অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। এমতাবস্থায় আমার স্ত্রী ও সন্তানের প্রাণ রক্ষা পাওয়ার বাহ্যত কোন উপায় ছিল না। তিনি বলেন, যেই কোণায় আমার স্ত্রী দাঁড়িয়ে ছিলেন তার নীচে অনেক গভীরে দালানের ধ্বংসস্তুপ ছিল, যার ফলে নিচে লাফ দিয়ে নামা তার জন্য সম্ভব ছিল না আর নীচে নামার কোন উপায় দেখা যাচ্ছিল না। দমকল বাহিনীর পক্ষ থেকে একটি সিঁড়ি আনা হয়, কিন্তু সিঁড়ি দিয়ে চড়ে সন্তান ও মাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসার মতো সাহস কারো হচ্ছিল না। ঠিক সেই সময় একজন দমকল কর্মী, যিনি একজন বয়স্ক ব্যক্তি ছিলেন, তিনি বলেন,আমার জীবন দিয়ে হলেও আমি মা ও সন্তানকে উদ্ধার করার চেষ্টা করব। এরপর সেই বয়স্ক দমকল কর্মী সিড়িতে চড়ে প্রথমে শিশুটিকে নীচে নামিয়ে আনেন আর এরপর মাকে উদ্ধার করেন। তিনি বলেন, যাহোক, এরকম অলৌকিকভাবে তাদের উভয়ের প্রাণে রক্ষা পায়। তিনি বলেন, অনেক ধৈর্য সহকারে তিনি আমার সঙ্গ দিয়েছেন। আমাকে যখন কেরালা-তে নিয়োগ দেয়া হয়, তখন কেরালাতেও তিনি ১৫ বছর পর্যন্ত লাজনা ইমাইল্লাহ্ কেরালার বিভাগীয় প্রেসিডেন্ট ছিলেন আর অতি উত্তমরূপে নিজ দায়ীত্ব পালন করেন। মরহুমা ২০০৭ থেকে ২০১৪ পর্যন্ত কাদিয়ানে ছিলেন যখন তিনি (অর্থাৎ মরহুমার স্বামী) নাযের ইসলাহ ও ইরশাদ ছিলেন, তখন তিনি প্রতিদিন বায়তুদ্দোয়া-তে গিয়ে দীর্ঘসময় ধরে দোয়া করতেন। এরপর ২০১৫ সালে তার উমরা করারও সৌভাগ্য হয়। উমর সাহেব লিখেন যে, প্রতিদিন ফজরের নামাযের পর কুরআন তিলাওয়াত করতেন, হাদীসের বই পাঠ করতেন, এটি তার নিত্যনৈমিত্তিক অভ্যাস ছিল। আর যেদিন তার ইন্তেকাল হয়েছে সেদিনও এর ওপর আমল করার তৌফিক আল্লাহ্ তা'লা প্রদান করেছেন। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর পুস্তক অধ্যয়নেরও তার আগ্রহ ছিল। এছাড়া সাধারণ জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রেও বিশেষ আগ্রহ ছিল, আর এটিই একজন মুরব্বীর স্ত্রীর বৈশিষ্ট্য হওয়া উচিত, যা আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তার মাঝে বিদ্যমান ছিল। মুরব্বী এবং কর্মকর্তাদের পদমর্যাদা অনুধাবন করে তাদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শনকারী মহিলা ছিলেন। অতিথিদের আতিথেয়তায় কোন ধরনের ঘাটতি হতে দিতেন না। আল্লাহ্ তা'লা তার সাথে ক্ষমা ও কৃপার আচরণ করুন এবং তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন এবং তার সন্তানদেরকে তার দোয়ার উত্তরাধিকারী করুন।

দ্বিতীয় জানাযা হলো মোকাররম চৌধুরী মুহাম্মদ ইবরাহীম সাহেবের, যিনি পাকিস্তানের মাসিক আনসারুল্লাহ্ পত্রিকার সাবেক ম্যানেজার ও প্রকাশক ছিলেন। গত ১৬ অক্টোবর তারিখে ৮৩ বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন, **'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেনউন**। ১৯৫৭ সালে সেক্রেটারী আনসারুল্লাহ্ হিসেবে পাকিস্তানের রাবওয়াতে তার পোস্টিং হয়। ১৯৬০ সালে যখন মাসিক আনসারুল্লাহ্ চালু হয় তখন তাকে এর ম্যানেজার এবং প্রকাশক নিযুক্ত করা হয় আর ২০০৪ সাল পর্যন্ত তিনি অত্যন্ত সুন্দরভাবে এই দায়িত্ব পালন করেন। আনসারুল্লাহ্ পাকিস্তানে তিনি অফিস সুপারিনটেনডেন্ট,নায়েব কায়েদ উমুমী এবং মজলিসেরসদর সাহেবের সেক্রেটারী হিসেবে সেবা করার তৌফিক লাভ করেছেন। ২০০৩ সালে তাকে একটি মামলায় ফেরারী ঘোষণা করা হয়। এরপর তিনি আমার অনুমতিতে এখানে লন্ডনে চলে আসেন এবং এখানেই স্থানান্তরিত হয়ে যান। এখানে এসেও তিনি প্রায় আট নয় বছর আনসারুল্লাহ্-য় সেবা করার তৌফিক লাভ করেছেন এবং ন্যাশনাল মজলিস আমেলার সদস্যও ছিলেন। মরহুম মুসী ছিলেন। কিছুদিন পূর্বে তিনি রাবওয়াতে চলে গিয়েছিলেন। অসুস্থ্যতার কারণে সেখানেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তার উত্তরসূরীদের মাঝে এক কন্যা, পাঁচ পুত্র এবং অনেক পৌত্র, পৌত্রী রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা তার সাথে ক্ষমা ও কৃপার আচরণ করুন এবং তার সন্তান ও বংশধরদেরকেও তার পুণ্যসমূহ জারি রাখার আর জামা'ত এবং খিলাফতের সাথে সম্পর্ক রাখার তৌফিক দান করুন। তিনি যখন আনসারুল্লাহ্-র ম্যানেজার ছিলেন, পাকিস্তানে যেহেতু কথায় কথায় মামলা করা হয়, তখন তার ওপর প্রায় ২৬টি মামলা করা হয়েছিল আর এক মাস পর্যন্ত তিনি খোদার পথে বন্দিও ছিলেন।

তৃতীয় জানাযা হলো মোকাররম রাজা মাসুদ আহমদ সাহেবের, যিনি পিণ্ডদাদনখান নিবাসী মরহুম মোকাররম রাজা মুহাম্মদ নওয়ায সাহেবের পুত্র ছিলেন। গত ১৯ অক্টোবর তারিখে দীর্ঘ অসুস্থতার পর ৬৯ বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন,**'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেনউন**। তার বংশে আহমদীয়াতের সূচনা তার পিতার মাধ্যমেই হয়েছিল। রাজা মুহাম্মদ আলী সাহেব, যিনি সে যুগে অর্থাৎ ১৯৪৩-৪৪ সনে নাযের বায়তুল মাল ছিলেন, তার সাথে তার অর্থাৎ মরহুমের পিতার সম্পর্ক ছিল। তিনি তাকে কাদিয়ানের জলসায় নিয়ে যান এবং সেখানেই তিনি বয়আত করেন। আর বয়আতও কেবল এভাবে করেন, কোন দলীল-প্রমাণ নয়, বরং একটি ঘটনা ঘটে যে, হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) জলসায় বক্তৃতা করছিলেন। তিনি বলেন, তখন আমি দেখি যে, একজন সুন্দর-সুশ্রী যুবক একটি অপরিষ্কার ও নোংরা শিশুকে কোলে করে নিয়ে আসে আর শিশুটির নাক থেকে যখন ময়লা ঝরছিল তখন নিজের পকেট থেকে রুমাল বের করে তার নাক পরিষ্কার করে এবং পিছনে দাঁড়িয়ে থাকে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বক্তৃতায় রত ছিলেন। কিছুক্ষণ পর সেই শিশুটি যখন কেঁদে উঠে তখন হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) পিছনে ফিরে দেখেন এবং ঘোষণা করেন যে, কারো হারিয়ে যাওয়া শিশু (এখানে রয়েছে), তার পিতামাতা যেন তাকে এসে নিয়ে যায়। যাহোক, তিনি বলেন, যখন আমি জানতে চাই যে, সেই যুবক কে ছিল যার পোশাক অত্যন্ত পরিষ্কার আর শিশুটি ছিল অপরিষ্কার ও নোংরা, তখন তারা আমাকে বলে যে, তিনি হলেন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর বড় পুত্র হযরত মির্যা নাসের আহমদ সাহেব আর সেই সময় তিনি হয়ত খোদ্দামুল আহমদীয়ার সদরও ছিলেন। যাহোক, তিনি বলেন, এতে আমার ওপর এত গভীর প্রভাব পড়ে যে, অন্যান্য কথা তো পরের বিষয়, শুধু এটি দেখেই অর্থাৎ যে আদর্শ আজ আমি দেখেছি, তা দেখেই আমি বয়আত করছি। অতএব জলসায় আগমনকারী কতিপয় ব্যক্তি সর্বদা-ই এসব আদর্শ দেখেও বয়আত করে আহমদীয়া জামা'তভুক্ত হয়।

যাহোক, রাজা সাহেব ১৯৯১ সনে যুক্তরাজ্যে চলে এসেছিলেন। আর এখানে ক্যাটফোর্ড জামা'তের প্রথম প্রেসিডেন্টও নিযুক্ত হন। তিনি নিজের ঘরও জামা'তের সেন্টার হিসেবে ব্যবহার করেন। এখানে এসে তিনি আনসারুল্লাহ্র কায়েদ উমূমী, এডিশনাল সেক্রেটারী ওসীয়্যত এবং ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওসীয়্যত হিসেবে সেবা করার সুযোগ লাভ করেছেন। আমি যখন ওসীয়্যতের ব্যবস্থাপনাকে আরো উন্নত করার কথা বলি, তখন তিনি আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় অনেক পরিশ্রম করেন এবং মূসীদের ব্যবস্থাপনাকে সুবিন্যস্ত করেন। খিলাফতের সাথে তার গভীর সম্পর্ক ছিল। জামা'তী কর্মকর্তাদেরও সম্মান করতেন। মরহুম নামাযী, তাহাজ্জুদ গুযার, খোলা মনে চাঁদা ইত্যাদি প্রদান করতেন, সদকা খয়রাতও করতেন, দরিদ্রদের সেবক এবং মিশুক ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় মূসী ছিলেন। তিনি শোকসন্তপ্ত পরিবারে স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে এক কন্যা এবং দুই পুত্র রেখে গেছেন। আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি মাগফিরাত এবং কৃপার আচরণ করুন, তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন। তিনি আমার সাথে কলেজে পড়তেন। যদিও একই ক্লাসে ছিলেন না, বিষয় ভিন্ন ছিল, কিন্তু যাহোক আমার সময়ে কলেজে ছিলেন আর এ সুবাদে তার সাথে পরিচয়ও ছিল। এ দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা বলতে পারি যে, কলেজে একই শ্রেণিতে আমরা উভয়ে অধ্যয়ন করেছি। উর্দূর একটি ক্লাস একত্রে হতো, সেই ক্লাসে আমরা একসাথেই বসতাম। তখনও আমি দেখেছি যে, তিনি বহু বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন। তিনি অন্যের বিষয়ে নাক গলাতেন না, সাধারণত ছাত্ররা যেরূপ দুষ্টামি করে তেমন কোন দুষ্টামি তিনি করতেন না এবং কাউকে বিরক্ত করতেন না। আল্লাহ্ তা'লা তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন।

রাবওয়ার ওকীলুত তালীম আল্লাহ্ বখ্শ সাদেক সাহেব তার সম্পর্কে লিখেন যে, তিনি অত্যন্ত সাহসী ও আত্মাভিমানী আহমদী ছিলেন। জেহলম শহরের মসজিদটি অনেক পুরোনো ছিল এবং ছাদও অনেক নীচু ছিল। এর মেঝেও অনেক নীচু ছিল, কোথাও উঁচু আবার কোথায় নীচু ছিল। ৮৪ সনের পর প্রতিকূল পরিস্থিতি ছিল। সেই আইন প্রণীত হবার পর জামা'তের মসজিদ বানানোও সম্ভব ছিল না আর সংস্কার বা মেরামত করাও সম্ভব ছিল না। কিন্তু রাজা সাহেব খুবই সাহসের সাথে মসজিদ নির্মাণের দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেন এবং একান্ত বুদ্ধিমত্তার সাথে আমীর সাহেবের পরামর্শে এই কাজকে পূর্ণতা দান করেন বা সম্পন্ন করেন। আর রাস্তার দিকের দেয়ালে কোনরূপ হাত না দিয়ে নকশা অনুযায়ী হলের পিলার বা স্তম্ভ দাঁড় করান আর খুবই বিচক্ষণতার সাথে এর ওপর ছাদ ঢালাই করেন। একইভাবে তিনি নিজেও অনেক আর্থিক কুরবানী আর সময়েরও কুরবানী করেন। অন্যদেরও একাজে

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে এবং তা হৃদয়াঙ্গম করে সে ধনী, তার কোনও প্রকার দারিদ্রের আশঙ্কা নেই।

(সুনান সঈদ বিন মনসুর)

দোয়াপ্রার্থী: **Golam Mustafa, Amir Murshidabad District**

খলীফার বাণী

নিজেদের আনুগত্যের মানকে উন্নত করা মোমেনদের জন্য একান্ত জরুরী।

(খুতবা জুমা প্রদত্ত ২৪শে মে, ২০১৯)

দোয়াপ্রার্থী: **Nur Jahan Begum, Jamat Ahmadiyya kolkata**

অংশ নেওয়ার জন্য অনুপ্রাণিত করেন আর এভাবে মসজিদটিকে একেবারে নতুনরূপে পরিবর্তন বা সংস্কার করে দেন আর পরবর্তীতে লিন্টেল দিয়ে কক্ষের দেওয়াল ভেঙে ফেলা হয়। এখন খোদা তা'লার কৃপায় ওপরে ও নীচে মসজিদের দু'টি হল প্রস্তুত হয়ে গেছে।

চতুর্থ জানাযা হলো, শ্রদ্ধেয়া সালেহা আনোয়ার আবু সাহেবার, যিনি সিন্ধু নিবাসী মরহুম আনোয়ার আলী আবু সাহেবের সহধর্মিণী ছিলেন। তিনিও ১লা অক্টোবর তারিখে ইন্তেকাল করেছিলেন, **'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেনউন**। খুবই নির্ভিক ও সাহসী, ইবাদতকারীনি, আল্লাহ্ ও বান্দার প্রাপ্য অধিকার প্রদানকারীনি নারী ছিলেন। শৈশব থেকেই নামায-রোযায় অভ্যস্ত আর চাঁদা প্রদানকারীনি ছিলেন। খিলাফতের সাথে ঐকান্তিক সম্পর্ক ছিল। তার পিতা ইরান থেকে অবসর গ্রহণ করে যখন নওয়াবশাহ্'তে এসে বসবাস আরম্ভ করেন তখন তিনি সামান্য যে হাত খরচ পেতেন তা থেকে চাঁদা দিতেন। একবার লাজনার একজন কেন্দ্রীয় কর্মকর্তা সেখানে যান এবং ভরা মজলিসে দাঁড়িয়ে সকল লাজনাকে বলেন, পুরো নওয়াবশাহ্'র লাজনাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি চাঁদা এই মেয়ে প্রদান করে আর এটি তার বিয়ের পূর্বের ঘটনা। মরহুমার মেয়ে তাহেরা মোমেন বলেন, বিয়ের পর আল্লাহ্ তা'লার যত বেশি কৃপা হয়েছে আল্লাহ্ তা'লা তাকে ততটাই বড় হৃদয়ও দান করেছেন। দরিদ্রদের লালন-পালনকারী, বিনয় ও নম্রতার অধিকারিনী ছিলেন। চাঁদার প্রতিটি তাহরীকে সাড়া প্রদানকারিনী ছিলেন। সবচেয়ে বেশি ওয়াদা লেখাতেন। দীর্ঘদিন লাড়কানা জেলার প্রেসিডেন্ট ছিলেন। যখনই (জামা'ত) সফর করতেন চাঁদার তাহরীক করতেন আর খুবই ইতিবাচক সাড়া পেতেন, কেননা তার ব্যক্তিগত আদর্শ নেক ছিল। খুবই সাহসী ও আত্মাভিমানী ছিলেন। সে সময়কার সিন্ধুর সভ্যতা-ভব্যতা ও শিক্ষা-দীক্ষা বিবর্জিত পরিবেশে লোকাচার ও বিদআতমুক্ত থেকে, খাঁটি সিন্ধু পরিবারে বিয়ে দেওয়া হয়েছিল। (সেখানেও) তিনি সামাজিক জীবন যাপন করেছেন আর সবার সাথে হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্কও বজায় রেখেছেন। সেইসাথে আত্মীয়তার সম্পর্কও সুন্দরভাবে রক্ষা করেছেন। শ্বশুরকুলের সাথেও চমৎকারভাবে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করেছেন। তার মেয়ে আরো লিখেন, যেখানে যেখানে তিনি লাজনার সদস্যা হিসেবে ছিলেন এখনও তারা তাকে খুবই স্মরণ করে। তারা বলে, যখনই কোন উৎকণ্ঠা দেখা দিত আমরা তাকে লিখতাম। প্রথমে তিনি আমাদেরকে বলতেন যে, নামায পড় আর দোয়ার জন্য তাকীদ দিতেন আর নিজেও আমাদের জন্য অনেক দোয়া করতেন। সবার সাথে খুবই ভালো সম্পর্ক রক্ষাক রেছেন আর অত্যন্ত সামাজিক ছিলেন। যেখানেই যেতেন সবাইকে আপন করে নিতেন, তার পরিচিতির গণ্ডি বিস্তৃত করতেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমার সন্তানদের মধ্যেও নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততা সৃষ্টি করুন, তার প্রতি ক্ষমা ও দয়াসুলভ ব্যবহার করুন। তার (তার) সন্তানরাও খিলাফত ও জামা'তের সাথে সেভাবেই সম্পৃক্ত থাকুক আর কুরবানিকারী হোক যেভাবে তিনি নিজে করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা তার সন্তানদের অনুকূলে তার দোয়া সমূহও গ্রহণ করুন। তার দু'জন পুত্র ও দু'কন্যা রয়েছে।

যেমনটি আমি বলেছি, নামাযের পর আমি তাদের সবার গায়েবানা জানাযা নামায পড়াব। **********

দ্বিতীয় খুতবার শেষাংশ

তখন খাবার যেহেতু অনেক কম হতো, তিনি বলেন, তাই মলও উটের গোবরের মতোই হতো। তিনি যখন প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেওয়ার জন্য বসেছিলেন তখন তিনি একটি ইঁদুর দেখতে পান যা গর্ত থেকে একটি দিনার বের করে। এরপর ভেতরে গিয়ে এবং আরেকটি দিনার বের করে এভাবে ১৭ টি দিনার বের করেএর পর তা একটি লাল রঙের কাপড় বের করে। হযরত মিক্বদাদ বলেন, আমি সেই কাপড়টি টানলে তাতে আরো একটি দিনার পাই। এভাবে মোট আঠারোটি দিনার হয়ে যায়। তারপর আমি সেগুলো নিয়ে বের হই এবং সেগুলোসহ মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হই আর তাঁর কাছে পুরো ঘটনা বর্ণনা করি এবং নিবেদন করি যে, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আপনি এগুলোর সদকা গ্রহণ করুন। তিনি (সা.) বলেন, এর কোন সদকা নেই, এগুলো নিয়ে যাও। আল্লাহ্ তা'লা এগুলোতে তোমার জন্য বরকত দান করুন। অতঃপর তিনি (সা.) বলেন, তুমি হয়ত বা সেই গর্তে হাত ঢুকিয়েছিলে। আমি নিবেদন করলাম যে, না, সেই খোদার কসম, যিনি আপনাকে সত্যের মাধ্যমে সম্মানিত করেছেন, আমি কখনো গর্তে হাত দিই নি, বরং এভাবেই আল্লাহ্ তা'লা আমার জন্য ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। (সুনান ইবনে মাজা, কিতাবুল লুকাতাহ, হাদীস-২৫০৮)

জুবায়ের বিন নুফায়ের বর্ণনা করেন, একদা আমরা হযরত মিক্বদাদ এর সাথে কোন সভায় বসেছিলাম। তখন এক ব্যক্তি আসে এবং বলে, কতই না আশিসপূর্ণ সেই চোখ যা মহানবী (সা.) এর দর্শন লাভ করেছে। আল্লাহ্র কসম, আমাদের আন্তরিক বাসনা হলো, আমরাও যদি তার দর্শন লাভ করতাম যা আপনারা দেখেছেন! আর আমরাও যদি তা প্রত্যক্ষ করতাম যা আপনারা প্রত্যক্ষ করেছেন! সাহাবীদের প্রতি ইঙ্গিত করে তিনি এই কথা বলেন। এ কথা শুনে হযরত মিক্বদাদ ক্রোধান্বিত হয়ে পড়েন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি অনেক বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করি, এই ব্যক্তি তো কেবল কল্যাণের কথা-ই বলেছে। হযরত মিক্বদাদ সেই ব্যক্তির দিকে তাকিয়ে বলেন, এই ব্যক্তিকে কোন্ জিনিস সে যুগে ফিরে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় বাধ্য করছে যা থেকে আল্লাহ্ তা'লা তাকে অনুপস্থিত রেখেছেন? অতঃপর বলেন,আমরা জানিনা যে, এই ব্যক্তি সেই যুগে থাকলে কীরূপ অবস্থায় থাকত?এরপরতিনি বলেন, আল্লাহ্র কসম, রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর যুগ এমন লোকেরাও পেয়েছে যাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা লাঞ্ছিত করে দোযখে নিক্ষেপ করেছেন, কেননা তারা মহানবী (সা.)-কে মানেও নি আর তাঁর সত্যায়নও করে নি। এখন এই ব্যক্তি যা বলছে আমরা জানি না যে, তখন তার ভাগ্যে কী লেখা হতো?এমতাবস্থায় সত্যায়ন না করলে সে দোযখে যেত।

এরপর বলেন, তুমি আল্লাহ্ তা'লার প্রশংসা কেন করছ না যে, তিনি তোমাকে এমন সময়ে সৃষ্টি করেছেন যাতে তুমি কেবল তোমার প্রভুকে চেন, কোন প্রকার শিরক কর না, নিজ প্রভুর প্রতি ঈমান আনয়ন করেছ, মহানবী (সা.)-এর প্রতি ঈমান আনয়ন করেছ আর নিজ নবীর আনীত শরিয়তের সত্যায়নকারী হয়েছ এবং আল্লাহ্ তা'লা অন্যদের দ্বারা তোমাকেপরীক্ষায় নিপতিত হওয়া থেকে রক্ষা করেছেন। প্রাথমিক যুগের লোকেরা বহু পরীক্ষার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করেছেন, কিন্তু তোমাকে আল্লাহ্ তা'লা পরীক্ষায় নিপতিত হওয়া থেকে রক্ষা করেছেন। কাজেই এ কারণে তোমার আল্লাহ্ তা'লার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা উচিত। অতঃপর তিনি বলেন, খোদার কসম,মহানবী (সা.)-কে আল্লাহ্ তা'লা অজ্ঞতার যুগে প্রেরণ করেছেন আর ওহীর ফতরাতের যুগেযা যেকোন নবীর আগমনের যুগের চেয়ে সবচেয়ে কঠিন যুগ ছিল, অর্থাৎ এমন যুগ, যখন দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে তিনি (সা.) প্রেরিত হয়েছেন। এক নবীর পর দ্বিতীয় নবীর আগমন পর্যন্ত যে বিরতি থাকে আর তখন যদি ওহী না হয়, অর্থাৎ নবীদের প্রতি যে ওহী হয়ে থাকে তা অবতীর্ণ হয় না, এটিকে বলা হয় ফতরাত। তিনি বলেন, একটি দীর্ঘ যুগ ছিল যখন ওহী হয় নি বা মহানবী (সা.) অবতীর্ণ হন নি। এই দীর্ঘ যুগে শিরক ছড়িয়ে পড়ে। এরপর তিনি বলেন, এটি অনেক কঠিন যুগ ছিল। মানুষ প্রতিমা পূজা করত এবং আর কাউকে সেগুলোর চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করত না। এরপর রসূলুল্লাহ্ (সা.) ফুরকানের সাথে প্রেরিত হন, যিনি সত্য ও মিথ্যার মাঝে পার্থক্য সৃষ্টি করেন এবং পিতা ও পুত্রের মাঝেব্যবধান সৃষ্টি করেন। এমনকি এক ব্যক্তি তার পিতা, পুত্র বা ভাইকে কাফের মনে করত, অথচ আল্লাহ্ তা'লা ঈমান আনয়নের জন্য তাদের হৃদয়ের তালা খুলে দিয়েছিলেন। পুনরায় তিনি বলেন, সে জানত যে, যদি সে কুফর বা অবিশ্বাসের মাঝে মারা যায় তাহলে সে দোযখে যাবে। তার চোখ স্নিগ্ধহতো না যখন সে জানতো যে, তার প্রেমাস্পদ জাহান্নামে থাকবে। এ কারণেইযারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল এবং মহানবী (সা.)-কে মান্য করেছিল তারা তাদের আত্মীয়স্বজনদের বিষয়ে চিন্তিত থাকত আর তাদের জানা ছিল যে, যদি তারা গ্রহণ না করে আর বিরোধিতা করে তাহলে জাহান্নামে যাবে। তিনি বলেন, আর এটিই সেই কারণ যার সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বলেন- وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ (সূরা ফুরক্বান: ৭৫) অর্থাৎ আর সেসব লোক,যারা বলে, হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! আমাদেরকে আমাদের জীবনসঙ্গী ও সন্তানদের মাধ্যমে চোখের স্নিগ্ধতা দান কর।

(মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ৭ম খণ্ড, পৃ: ৮০৯)

অতএব এই দোয়া সব সময় করা উচিত যেন ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মাঝেও ধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত থাকে আর একইসাথে আল্লাহ্ তা'লা যে অনুগ্রহ করেছেন তার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা উচিত।

হযরত আনাস (রা.) বলেন, মহানবী (সা.) একব্যক্তির কুরআন পাঠের আওয়াজ শুনতে পান, যিনি উচ্চস্বরে তিলাওয়াত করছিলেন। তখন তিনি (সা.) বলেন, এই ব্যক্তির মাঝে খোদাভীতি রয়েছে; তিনি ছিলেন হযরত মিক্বদাদ বিন আমর (রা.)।

(আল ইসতিয়াব ফি মারিফাতিল আসহাব, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৪৪)

আল্লাহ তা'লা আমাদেরও ইসলামের তাৎপর্য বুঝার তৌফিক দান করুন, মহানবী (সা.) এর উম্মতী হওয়ার দায়িত্ব পালনের তৌফিক দান করুন এবং নিজেদের মাঝে খোদাভীতি সৃষ্টি করার তৌফিক দান করুন। (আমীন) ।

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: যে **ব্যক্তি কারো মধ্যে কোন ত্রুটি বা দুর্বলতা দেখা সত্ত্বেও তা গোপন রেখেছে, তার উপমা সেই ব্যক্তির যে সমাধিস্ত এক জীবিত শিশুকন্যাকে কবর থেকে উদ্ধার করে তার প্রাণ রক্ষা করেছে।**

(সুনান আবু দাউদ)

দোয়াপ্রার্থী: Begum Aseya Khatun, Hahari (Murshidabad)

জুমআর খুতবা

আমরা আপনার ডানপার্শ্বেও লড়ব বামপার্শ্বেও লড়ব। অগ্রেও লড়ব পশ্চাদেও লড়ব।

বদরের যুদ্ধে আল্লাহ্‌র পথে প্রথম অশ্বারোহী যোদ্ধা হওয়ার সম্মান লাভ করেন।

নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার মূর্তপ্রতীক বদরী সাহাবী রসুল করীম (সা.)-এর তীরন্দাজ হযরত মিকদাদ বিন আসওয়াদ-এর পবিত্র জীবনালেখ্য

কোন পরীক্ষা বা কঠোরতার দোয়া করা উচিত নয়, আর না এই আকাঙ্খা করা উচিত। কিন্তু যদি পরীক্ষা এসে পড়ে, তবে ধৈর্য প্রদর্শন করা উচিত।

আমাদের সমস্ত পদাধিকারীদেরকেও সব সময় একথা স্মরণ রাখা উচিত যে, প্রথমত এর আকাঙ্খা করা উচিত নয়, আর যখন পদভার দেওয়া হয়, তখন আল্লাহ্ তা'লার কাছে এর অনিষ্ট থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যও দোয়া প্রার্থনা করা উচিত যে তিনি যেন কখনও আত্মম্ভরিতা তৈরী হতে না দেন। আর আল্লাহ্ তা'লার কৃপা যাচনা করা উচিত।

আল্লাহ তা'লা আমাদেরও ইসলামের তাৎপর্য বুঝার তৌফিক দান করুন, মহানবী (সা.) এর উম্মতী হওয়ার দায়িত্ব পালনের তৌফিক দান করুন এবং নিজেদের মাঝে খোদাভীতি সৃষ্টি করার তৌফিক দান করুন। (আমীন) ।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক মসজিদ বায়তুল ফুতুহ, মড র্ন থেকে প্রদত্ত ২২ নভেম্বর , ২০১৯, এর জুমুআর খুতবা (২২ নবুয়্যত, ১৩৯৮ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.)বলেন:বদরী সাহাবীদের স্মৃতিচারণে আজ আমি হযরত মিক্বদাদ বিন আসওয়াদ বা মিক্বদাদ বিন আমর-এর স্মৃতিচারণ করব, তার প্রকৃত নাম মিক্বদাদ বিন আমর। হযরত মিক্বদাদ-এর পিতার নাম ছিল আমর বিন সালেবা, যিনি বনি সালেবার সদস্য ছিলেন। যদিও হযরত মিক্বদাদকে আসওয়াদ বিন ইয়াগূস এর প্রতি আরোপ করা হয় কেননা তিনি তাকে শৈশবে পালক-পুত্র হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। তাই তিনি মিক্বদাদ বিন আসওয়াদ নামে সুপরিচিত হন।

(সুনান তিরমিযি, হাদীস-২৩৯৩) (ইবনে হিশাম, পৃ: ১৫১)

হযরত মিক্বদাদের পিতা আমর বিন সালেবা বাহরা গোত্রীয় ছিলেন, যা ইয়ামেনেস্থ খুযাআ-র একটি গোত্র ছিল। অজ্ঞতার যুগে তার পিতা আমর এর হাতে কেউ নিহত হয়, যার ফলে তিনি পলায়ন করে হাযার মওত নামক স্থানে চলে যান যা সমুদ্র তীরবর্তী আদন এর পূর্ব দিকে অবস্থিত ইয়ামেন-এর একটি এলাকা, আর সেখানে কিন্দা গোত্রের মিত্র হয়ে যান, যার কারণে কিন্দী অভিহিত হন। আমর সেখানে এক নারীকে বিয়ে করেন, যার গর্ভে হযরত মিক্বদাদ জন্মগ্রহণ করেন। মিক্বদাদ যখন বড় হন তখন তার আবু শিমর বিন হাজর কিন্দী-র সাথে ঝগড়া হয়। তিনি তরবারি দ্বারা শিমার এর পা কেটে ফেলেন এবং এরপর মক্কায় পালিয়ে আসেন আর আসওয়াদ বিন আবদে ইয়াগূস এর মিত্রতা অবলম্বন করেন। মিক্বদাদ নিজের পিতাকে পত্র লিখলে তিনিও মক্কায় চলে আসেন। আসওয়াদ মিক্বদাদকে নিজের পালক-পুত্র হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন, যার ফলে তাকে মিক্বদাদ বিন আসওয়াদ বলে সম্বোধন করা হতো আর মূলত এই নামেই তিনি পরিচিত হন। কিন্তু যখন **'উদউহুম বিআবাইহিম'** (আল আহযাব:৬) অর্থাৎ তা দেরকে বা শিশুদের আর পালক-পুত্রদেরও তাদের পিতার নামে ডাক–আয়াত অবতীর্ণ হয়, তখন তিনি মিক্বদাদ বিন আমর অভিহিত হন; কিন্তু মিক্বদাদ বিন আসওয়াদ নামে তিনি অধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন। যাহোক আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ এটিই যে, **'উদউহুম বিআবাইহিম'** অর্থাৎ পালক-পুত্রদেরও আর যারা কারো প্রতি আরোপিত হয় তাদেরকে পিতার নামে ডাকা উচিত কেননা প্রকৃত বংশ পিতার মাধ্যমে হয়ে থাকে। হযরত মিক্বদাদ এর ডাকনাম আবু মা'বাদ ছাড়া আবু আসওয়াদ, আবু আমর এবং আবু সাঈদ-ও বর্ণনা করা হয়।

একবার হযরত মিক্বদাদ এবং হযরত আব্দুর রহমান বিন অউফ (একত্রে) বসেছিলেন। হযরত আব্দুর রহমান জিজ্ঞেস করেন যে, তুমি বিয়ে কেন করছ না? হযরত মিক্বদাদ বলেন, আপনি যেহেতু আমাকে জিজ্ঞেস করছেন তাহলে আপনার কন্যার আমার সাথে বিয়ে দিয়ে দিন। এতে হযরত আব্দুর রহমান ক্রোধান্বিত হন এবং তাকে বকাঝকা করেন। হযরত মিক্বদাদ মহানবী (সা.) এর কাছে এই ঘটনার অভিযোগ করলে তিনি (সা.) বলেন, আমি তোমাকে বিয়ে করাচ্ছি। এরপর মহানবী (সা.) তাঁর চাচা হযরত যুবায়ের বিন আব্দুল মুত্তালিব এর কন্যা যুবাআ-র সাথে তার বিয়ে করান।

(শারাহ যুরকানী, ৫ম খণ্ড, পৃ: ২১৩)

হযরত যুবাআ হযরত যুবায়ের এবং আতেকা বিনতে ওহাব-এর কন্যা ছিলেন আর মহানবী (সা.) তার বিয়ে হযরত মিক্বদাদের সাথে করান আর তাদের ঘরে দু'টি সন্তান করীমা এবং আব্দুল্লাহ জন্মগ্রহণ করে। আব্দুল্লাহ্ জামাল-এর যুদ্ধে হযরত আয়েশার পক্ষে লড়াই করে শহীদ হয়েছিলেন। মহানবী (সা.) যুবাআকে খায়বার-এর ৪০ ওয়াসাক খেজুর দান করেছিলেন।

(আততাবাকাতুল কুবরা, ৮ম খণ্ড, পৃ: ৩৮)

যা প্রায় দেড়শ মণ বা বলতে পারেন ৬০০০ কিলোর মতো হয়।

(লুগাতুল হাদীস, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৪৮৭)

হযরত মিক্বদাদ এর এক পুত্রের নাম মা'বাদ-ও ছিল।

(আল আসাবা ফিততামিযিস সাহাবা, ৬ষ্ঠ খণ্ড,পৃ: ২০৭)

হযরত মিক্বদাদ এর কন্যা করীমা তার (অর্থাৎ মিক্বদাদ-এর) অবয়ব বর্ণনা করেন যে, তিনি দীর্ঘাকৃতির ও গোধুমবর্ণের ছিলেন।তার পেট ছিল বড় এবং মাথায় চুল ছিল ঘন।তিনি তার দাড়িতে হলুদ রং লাগাতেন যা খুবই সুন্দর ছিল, না বড় ছিল আর না ছোট। তার চোখ কালো আর ভ্রু ছিল সরু ও লম্বা।

(আততাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৮৭)

হযরত মিক্বদাদ (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা কিছুটা এরূপ; হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসঊদ (রা.) বর্ণনা করেন যে, হযরত মিক্বদাদ (রা.) সেই সাতজন সাহাবীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যারা মক্কায় সর্বপ্রথম তাদের ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করেছিলেন।

(উসদুল গাবা ফি মারিফাতিস সাহাবা, ৫ম খণ্ড, পৃ: ২৪৩)

হযরত আম্মার (রা.)-এর স্মৃতিচারণে আমি এর বিস্তারিত পূর্বে বর্ণনা করেছি। হযরত মিক্বদাদ (রা.)-এরমদিনায়হিজরত সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, ইথিওপিয়ায় হিজরতকারী মুসলমানদের মধ্যে হযরত মিক্বদাদ (রা.)ও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। স্বল্পকাল পর তিনি মক্কায় ফিরে আসেন। মহানবী (সা.) হিজরত করে যখন মদিনায় গমন করেন সে সময় হযরত মিক্বদাদ (রা.) হিজরত করতে পারেন নি। এরপর মহানবী (সা.) হযরত উবায়দা বিন হারেস (রা.)-এর নেতৃত্বে একটি অভিযান প্রেরণ না করা পর্যন্ত তিনি মক্কায় অবস্থান করেন। হযরত মিক্বদাদ এবং হযরত উতবাহ বিন গাযওয়ান ইকরামা বিন আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বাধীন বাহিনীতে এই উদ্দেশ্যে যোগ দিয়েছিলেন যাতে তারা সুযোগ বুঝে মুসলমানদের সাথে গিয়ে মিলিত হতে পারেন।

(উসদুল গাবা ফি মারিফাতিস সাহাবা, ৫ম খণ্ড, পৃ: ২৪২)

আমি পূর্বে এর বিস্তারিত বিবরণ তু লে ধরেছি, হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব 'সীরাত খাতামান্নবীঈন'পুস্তকে যা লিখেছেন তাও সংক্ষেপে বলে দিচ্ছি।ওদ্দান এর অভিযান থেকে ফিরে আসার পর রবিউল আউয়াল মাসের শুরুর দিকে মহানবী (সা.) তাঁর এক ঘনিষ্ট আত্মীয় ওবায়দা বিন আল-হারেস মুত্তালাবী'র নেতৃে ত্ব ষাটজন উষ্ট্রারোহী মুহাজেরের সমন্বয়ে একটি অভিযান প্রেরণ করেন। এই অভিযানের উদ্দেশ্যওমক্কার কুরাইশদের আক্রমণকে প্রতিহত করা ওতাদের বাঁধা দেওয়াছিল। অতএব ওবায়দা বিন হারেস এবং তার সঙ্গীরা যখন কিছুটা দূরত্ব অতিক্রম করে সানীয়াতুল মার্‌রা-য় পৌঁছেন তখন হঠাৎ দেখেন যে, কুরাইশদের দু'শ সশস্ত্র যুবক ইকরামা বিন আবু জাহল এর নেতৃে ত্ব শিবির স্থাপন করে রেখেছে। উভয়পক্ষ পরস্পরের মুখোমুখি হয় এবং পরস্পরের মাঝে কিছুটা তির বিনিময় হয়। কিন্তু এরপর মুশরিকদের দল এই ভয়ে ভীত হয় যে, মুসলমানদের পেছনেহয়ত তাদের সাহায্যার্থে আরো সৈন্য লুকিয়ে থাকেব ,তাই তারা তাদের মোকাবিলা থেকে পিছু হটে যায় আর মুসলমানরাও তাদের পশ্চাদ্ধাবন করেনি। তবে মুশরিকবাহিনীর দুই ব্যক্তিমিক্বদাদ বিন আমর এবং উতবা বিন গাযওয়ান– ইকরামা বিন আবু জাহল এর দল থেকে নিজেরা পালিয়ে মুসলমানদের সাথে এসে যোগ দেয় আর বর্ণিত আছে যে, তারা এ উদ্দেশ্যেই কুরাইশদের সাথে যাত্রা করেছিল যে, সুযোগ বুঝে মুসলমানদের সাথে এসে মিলিত হবে, কেননা তারা মনে মনে মুসলমান ছিল, কিন্তু নিজেদের দুর্বলতার কারণে কুরাইশদের ভয়ে হিজরতে অক্ষম ছিলেন। হয়ত এই ঘটনাই কুরাইশদের হতোদ্যমকরেছে আর তারা এটিকে অশুভ লক্ষণ মনে করে পিছু হটার সিদ্ধান্ত নেয়। ইতিহাসে একথা লেখা নেই যে, কুরাইশদের এই বাহিনী যা নিশ্চিতরূপে কোন বাণিজ্য কাফেলা ছিল না এবং যা সম্পর্কে ইবনে ইসহাক "জামউন আযীম" অর্থাৎ এক বিশাল বাহিনী শব্দ ব্যবহার করেছেন– কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে এদিকে এসেছিল কিন্তু একথা নিশ্চিত যে, তাদের ইচ্ছাশুভ ছিল না। এটি খোদার কৃপা ছিল যে, মুসলমান দের চৌকস পেয়ে আর নিজ লোকদের মধ্য হতে কয়েকজনকে মুসলমানদের সাথে যোগ দিতে দেখে তাদের আর সাহস হয় নি, কাজেই তারা ফিরে যায়। আর এই অভিযানে সাহাবীদের কার্যত এই লাভ হয় যে, দু'টি মুসলমান প্রাণকুরাইশদের অত্যাচার থেকে নিষ্কৃ তি লাভ করে।"

('সীরাত খাতামান্নবীঈন, পৃ: ৩২৮-৩২৯-এর চয়নকৃত অংশ)

মদিনায় হিজরতের সময় হযরত মিক্বদাদ বিন আসওয়াদ (রা.) হযরত কুলসুম বিন হিদম-এর বাড়িতে ছিলেন। মহানবী (সা.) হযরত মিক্বদাদ ও হযরত জব্বার বিন সাখর (রা.)-এর মাঝে ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন প্রতিষ্ঠা করেন। মহানবী (সা.) হযরত মিক্বদাদ (রা.)-কে আনসারদের খাযরাজ গোত্রের একটি শাখা বনু হুদায়লাহ্'র পাড়ায় বসবাসের জন্য জায়গা দান করেছিলেন। হযরত উবাই বিন কা'ব তাকে এই পাড়ায় থাকার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। (আততাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৮৬)

একটি হাদীসে রাতের বেলা ছাগদুগ্ধ পান করার যে ঘটনা বর্ণিত হয়েছে যে,মহানবী (সা.)-এর জন্য তিনজন সাহাবী দুধ রাখতেন অধিকন্তু একজন সাহাবী একদিন মহানবী (সা.)-এর জন্য রাখা দুধ পান করে নেন, সে সংক্রান্ত ঘটনার সম্পর্ক হযরত মিক্বদাদ-এর সাথেই।

হযরত মিক্বদাদ (রা.) বলেন, আমি এবং আমার দু'জন সঙ্গী হিজরত করে মদিনায় আসি। কঠোর পরিশ্রমের কারণে আমাদের কান ও চোখ প্রভাবিত হয়েছিল। আমরা নিজেদের পরিস্থিতি মহানবী (সা.)-এর বিভিন্ন সাহাবীদের সামনে তুলে ধরি যেন তাদের কারো সাথে অবস্থান করতে পারি, কিন্তু ে কউ আমাদেরকে গ্রহণ করে নি। তখন আমরা মহানবী (সা.)-এর কাছে যাই। তিনি (সা.) আমাদেরকে তাঁর ঘরে নিয়ে যান। সেখানে তিনটি ছাগল ছিল। মহানবী (সা.) বলেন, এগুলোর দুধ আমাদের সবার জন্য দোহন করে নিও। তিনি (রা.) বলেন, আমরা দুধ দোহন করতাম আর আমাদের প্রত্যেকে নিজ নিজ অংশ পান করে নিতাম এবং মহানবী (সা.)-এর জন্য তাঁর অংশ রেখে দিতাম। তিনি (রা.) বলেন, মহানবী (সা.) যখন রাতে ফিরে আসতেন তখন এমনভাবে **'আসসালামো আলাইকুম'** বলতেন যাতে ঘুমন্ত কেউ জেগে না ওঠে আর যে জেগে আছে সে যেন সালাম শুনতে পায়। তিনি বলেন, এরপর তিনি (সা.) মসজিদে গিয়ে নামায পড়তেন।তারপর তিনি (সা.) তাঁর অংশের দুধ নিয়ে পান করতেন। তিনি বলেন, একরাতে আমার কাছে শয়তান আসে যখনকিনা আমি আমার অংশ পান করে নিয়েছিলাম, অর্থাৎ আমার মনে শয়তানী চিন্তার উদ্রেক হয়। সে (অর্থাৎ শয়তান) বলে যে, মহানবী (সা.) আনসারদের কাছে যান আর আনসাররা তাঁকে বিভিন্ন উপঢৌকন দিয়ে থাকে। মহানবী (সা.)-এর এই কয়েক ঢোকের অর্থাৎ সামান্য দুধের, যা তাঁর অংশ হিসেবে রাখা হয়েছিল,কোন প্রয়োজন নেই। তিনি বলেন, অতএব মহানবী (সা.)-এর জন্য দুধের যে অংশ রাখা ছিল আমি তা আমি পান করে নেই। এটি আরবদের নিজস্ব একটি বাচনভঙ্গি– তিনি বলেন, এই দুধ যখন আমার পেটে চলে যায়,আমি বুঝতে পারি যে, এখন আর এটিকে ফিরে পাওয়ার কোন উপায় নেই, অর্থাৎ এখন এটি আর ফিরে আসতে পারে না। তিনি বলেন, শয়তান আমাকে অনুতপ্ত করে বলে, তোমার অকল্যাণ হোক, তুমি এটি কী করেছ? তুমি মুহাম্মদ (সা.)-এর ভাগের দুধ পান করে ফেলেছ? তিনি ফিরে এসে দুধ না পেয়ে তোমার বিরুদ্ধে দোয়া করবেন আর তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে এবং তোমার ইহ ও পরকাল বিনষ্ট হয়ে যাবে। হযরত মিক্বদাদ কেন এই বাক্য বললেন? শয়তান তার হৃদয়ে এই কুমন্ত্রণা সৃষ্টি করে যে, মহানবী (সা.) তাকে অভিশাপ দেবেন? অথচ মহানবী (সা.) তো রাহমাতুল্লিল আলামীন অর্থাৎ বিশ্বজগতের জন্য রহমতস্বরূপ ছিলেন এত নগণ্য একটি বিষয়ে তিনি কীভাবে অভিশাপ দিতে পারেন? অতএব এই ধারণাও শয়তানী ছিল যে, মহানবী (সা.) তোমার জন্য বদদোয়া করবেন। যাহোক তিনি বলেন, আমার মনে এই ধারণার উদ্রেক হয় যে, তিনি বদদোয়া করলে আমি ধ্বংস হয়ে যাব এবং ইহ ও পরকাল বিনষ্ট হয়ে যাবে। তিনি বলেন, আমার ওপর একটি চাদর ছিল। আমি যখন সেটি দিয়ে আমার পা ঢাকতাম তখন আমার মাথা বেরিয়ে পড়তো আর যখন মাথা ঢাকতাম তখন পা বেরিয়ে পড়ত। আমার ঘুম আসছিল না। আমার দুই সঙ্গী ঘুমিয়ে পড়েছিল। তারা সে কাজ করেনি যা আমি করেছি, অর্থাৎ তিনি সেই দুধ পান করেছিলেন। তিনি বলেন, এরপর মহানবী (সা.) আসেন। তিনি (সা.) যথারীতি **'আসসালামো আলাইকুম'** বলেন। অতঃপর মসজিদে গিয়ে নফল নামায আদায় করেন। এরপর নিজের পানীয়ের দিকে অর্থাৎ দুধের যে গ্লাস রাখা ছিল তার দিকে এগিয়ে যান, তার ঢাকনা তুলে দেখেন, তাতে কিছুই নেই। তিনি (সা.) আকাশের দিকে তাকান। তিনি (রা.) বলেন, আমি সবকিছুই দেখছিলাম এবং জেগে ছিলাম। আমার মনে হলো, এখন তিনি (সা.) আমার বিরুদ্ধে বদদোয়া করবেন আর আমি ধ্বংস হয়ে যাব। কিন্তু মহানবী (সা.) দোয়া করেন, اَللّٰهُمَّ أَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمَنِيْ وَأَسْقِ مَنْ أَسْقَانِيْ (আল্লাহুম্মা আত্য়িম মান আত্আমানী ওয়া আস্কে মান আসকানী)অর্থাৎ হে আল্লাহ্! যে আমাকে আহার করায় তাকে তুমি আহার করাও আর যে আমাকে পান করায় তাকে তুমি পান করাও। তিনি (রা.) বলেন, এটি শুনে আমি আমার চাদর নিয়ে সেটিকে শক্তভাবে বেঁধে নিলাম,এমননিতেও আমি জাগছিলাম, আর ছুরি নিয়ে বাহিরে বের হই এবং বাইরে যে ছাগলগুলো দাঁড়িয়ে আছে সেগুলোর মধ্য থেকে সবচেয়ে ভালো ও মোটাতাজা ছাগলটির দিকে এগিয়ে যাই সেটিকে মহানবী (সা.)-এর জন্য জবাই করার উদ্দেশ্যে। তিনি বলেন, আমি যখন সেখানে পৌঁছি তখন দেখি যে, সেগুলোর ওলান দুধে ভরা। বরং সেগুলোর সবগুলোর ওলান দুধে ভরা ছিল অর্থাৎ প্রত্যেকটি ছাগলের। এরপর আমি মহানবী (সা.)–এর ঘর থেকে একটি পাত্র আনি। তারা কখনো চিন্তা করে নি যে, দুধ দোহন করে আমি এটি দুধে পরিপূর্ণ করবো। তিনি বলেন, আমি সেটিতে দুধ দোহন করি এমনকি সেটির ওপর ফেনা চলে আসে অর্থাৎ পাত্রটি দুধে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। আমি মহানবী (সা.)-এর কাছে উপস্থিত হলে তিনি বলেন, তোমরা কি আজ রাতে নিজেদের অংশের দুধ পান করেছিলে? আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আপনি এই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবেন না, আপনি এই দুধ পান করুন। তিনি (সা.) তা পান করেন এরপর আমাকে দেন। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.), আরও পান করুন। তিনি পুনরায় পান করেন এবং আমাকে দিয়ে দেন। যখন আমি অনুভব করলাম যে, মহানবী (সা.) পরিতৃপ্ত হয়েছেন, তাঁর পেট ভরে গেছে বা যতটুকু প্রয়োজন ছিল, তিনি তা পান করেছেন। এছাড়া আমার এই ধারণাও হয় যে, আমি মহানবী (সা.)-এর দোয়াও পেয়ে গেছি অর্থাৎ তিনি (সা.) দোয়া করেছিলেন যে, হে আল্লাহ! যে আমাকে পান করাবে তুমি

যুগ ইমামের বাণী

তোমরা কুরআন শরীপকে বিশেষ মনোনিবেশ সহকারে পাঠ কর এবং ইহার সাথে সহিত গভীর ভালবাসার সম্পর্ক স্থাপন কর; এরূপ ভালবাসা যাহা অন্য কাহারও সাথে তোমরা কর নাই।

(কিশতিয়ে নূহ, পৃ: ৪৫)

Abdur Rehman Khan, Manager Lilly Hotel (Gouhati)

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: তোমাদের নিকট যখন কোন জাতির সম্মানীয় কোন ব্যক্তি আসে তখন তাকে যথাযোগ্য সম্মান দাও।

(সুনান ইবনে মাজা)

দায়াপ্রার্থী: **Saeen Mir and Family, Kogram, Nalhati (Birbhum)**

তাকে পান করাও, আর যে আমাকে আহার করাবে তুমি তাকে আহার করাও।তিনি বলেন, এখন দুধও পান করিয়ে দিয়েছি আর দোয়াও পেয়ে গেছি তাই তখন আমি হেসে উঠি। আর আমি এতটা হাসি যে, হাসতে হাসতে মাটিতে গড়াগড়ি খেতে থাকি অর্থাৎ হাসতে হাসতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মাটিতে পড়ে যাই। তিনি বলেন, তখন মহানবী (সা.) বলেন, হে মিক্বদাদ! এটি কি তোমার কোন দুষ্টুমি বা রসিকতা? আমাকে হাসতে দেখে তিনি বলেন, আমার মনে হয়তুমি কোন রসিকতা বা দুষ্টুমি করেছ। তখন আমি বলি, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.), আমার সাথে এমনটি ঘটেছে আর আমি এটি করেছিলাম, অর্থাৎ পুরো ঘটনা বর্ণনা করেন।তখন মহানবী (সা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে এটি রহমত বা কৃপাস্বরূপ ছিল। এ কথা তুমি আমাকে পূর্বে কেন বল নি, তাহলে আমরা আমাদের অপর দুই সঙ্গীকেও জাগ্রত করতাম আর তারাও তা পান করতে পারত এবং আল্লাহ্ তা'লার রহমত থেকে অংশ লাভ করত? তিনি বলেন, আমি বললাম, সেই মহান অস্তিত্বের কসম যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, আপনি যখন সেই রহমত লাভ করেছেন আর আপনার সাথে আমিও সেই কৃপা লাভ করেছি, এখন মানুষের মধ্য থেকে কে তা পেল আর কে পেল না- তাতে আমার কোন পরোয়া নেই। আমার কেবল নিজের জন্য চিন্তা ছিল, কেননা আমিই সেই অপরাধ করেছিলাম। (সহী মুসলিম, কিতাবুল আশরিবা, হাদীস-২০৫৫)

হযরত মিক্বদাদ (রা.) বদর, উহুদ এবং পরিখাসহ সকল যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর সাথে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনিমহানবী (সা.)-এর তিরন্দাজদের মাঝে একজন ছিলেন বলে উল্লেখ করা হয়।

(আততাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৮৬)

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসঊদ (রা.) বলেন যে, বদরের যুদ্ধের সময় আমি মিক্বদাদ বিন আসওয়াদের কথার এমন একটি দৃশ্য দেখেছি যে, আমি যদি তালাভ করতাম তাহলে এটিকে আমিআমার সারা জীবনের পুণ্যের চেয়ে অধিক মুল্যবান বলে মনে করতাম। তিনি বলেন, যা ঘটেছে তা হলো, হযরত মিক্বদাদ মহানবী (সা.)-এর কাছে এমন মুহূর্তে আসেন যখন তিনি (সা.) মুশরেকদের বিরুদ্ধে বদদোয়া করছিলেন। মিক্বদাদবলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূ ল (সা.)! আমরা আদৌ সেভাবে বলবো না যেভাবে মূসার জাতি বলেছিল যে, فَاذْهَبْ اَنْتَ وَ رَبُّكَ فَقَاتِلَا ۔ وَلٰكِنَّا نُقَاتِلُ عَنْ يَمِيْنِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ وَبَيْنَ يَدَيْكَ وَخَلْفَكَ অর্থাৎ যাও, তুমি আর তোমার প্রভুউভয়ে গিয়ে যুদ্ধ কর; না, বরং আমরা আপনার ডানে লড়ব, বামেও লড়ব, অগ্রেও লড়ব আর পশ্চাতেও লড়ব। আমি মহানবী (সা.)-এর প্রতি দেখি যে, তাঁর চেহারা উজ্জ্বল হয়ে যায় আর মিক্বদাদের এই কথা মহানবী (সা.)-কে প্রীত করে।

(সহী বুখারী, কিতাবুল মাগাযি, হাদীস-৩৯৫২)

এর বিস্তারিত বিবরণ সীরাত খাতামান্নাবীঈন পুস্তকে বদরের যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, শত্রুদের সংবাদ পেয়ে মহানবী (সা.) তাদের ইচ্ছা বা অভিপ্রায় জানার জন্য, আর তারা যদি আক্রমণ করে তাপ্রতিহত করার জন্য বদর অভিমুখে যখন যাত্রা করেন, তখন রওহা নামক স্থানের নিকটে পৌঁছে তিনি বাসীস ও আদী নামের দু'জন সাহাবীকে শত্রুর গতিবিধি সম্পর্কে খবরাখবর আনার জন্য বদরের দিকে প্রেরণ করেন এবং নির্দেশ দেন যে, তারা যেন খবর সংগ্রহ করে দ্রুত ফিরে আসে।রওহা অতিক্রম করে মুসলমানরা যখন সাফরা উপত্যকার এক পার্শ্ব ধরে অগ্রসর হয়ে যাফরান নামক স্থানে পৌঁছে যা বদর হতে এক মঞ্জিল বা ১৬ মাইল দূরে অবস্থিত। তখন এ সংবাদ আসে যে, কাফেলার সুরক্ষার জন্য মক্কা থেকে অনেক বড় একটি সশস্ত্র বাহিনী আসছে। এ সংবাদ পাওয়ার পর মহানবী (সা.) সকল সাহাবীকে একত্রিত করে তাদেরকে এ সংবাদ সম্পর্কে অবগত করেন। এরপর তিনি তাদের কাছে পরামর্শ চান যে, এখন কী করা উচিত? কতিপয় সাহাবী নিবেদন করেন যে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! বাহ্যিক উপায়-উপকরণের নিরিখে কাফেলার মুখোমুখি হলেই ভালো হয়। অর্থাৎ যে কাফেলা যাচ্ছে সেটিকে আমরা দেখি এদের উদ্দেশ্য কী? এটি কী বাণিজ্যিক কাফেলা নাকি তাদের উদ্দেশ্য ভিন্ন কিছু? কেননা সেনাবাহিনী যদি যুদ্ধের জন্য আসে তাহলে তাদেরকে প্রতিরোধের জন্য আমরা এখনওপুরোপুরি প্রস্তুত নই। কিন্তু মহানবী (সা.) এই কথাটি পছন্দ করেন নি।

মদিনা থেকে যাত্রার সময়মহানবী (সা.)-এর সাথে থাকা অধিকাংশ সাহাবী জানতেন না যে, যুদ্ধের পরিস্থিতিও দেখা দিতে পারে আর আমরা যুদ্ধের জন্য যাচ্ছি। বরং তাদের ধারণা ছিল, একটি কাফেলা আসছে, আমরা সেটিকে পর্যবেক্ষণ করব যে, তাদের উদ্দেশ কী। ছোট কাফেলা হবে তারা যদি আক্রমণ করে সেটির সাথে (প্রয়োজনে) যুদ্ধ করব। কিন্তু পুরোদস্তর সেনাবাহিনী আসবে এবং রীতিমত যুদ্ধ করতে হবে- এরূপ কোন ধারণাই মদিনা থেকে বের হওয়ার সময় সাহাবীদের ছিল না। কিন্তু যাহোক, মহানবী (সা.) জিজ্ঞেস করলে কয়েকজন বলেন, আমরা যেহেতু সেনাবাহিনীর মোকাবিলা করা সম্ভব নয়, তাই আমাদের (মোকাবিলা) করা উচিত নয়, মহানবী (সা.) এ মতামত পছন্দ করেন নি।

অপর দিকে জ্যেষ্ঠ সাহাবীরা এ পরামর্শ শুনে একের পর এক দাঁড়িয়ে আত্মোৎসর্গমূলক বক্তব্য প্রদান করেন এবং বলেন, আমাদের জীবন ও সম্পদ সবই খোদার,আমরা সর্বক্ষেত্রেসকল সেবার জন্য প্রস্তুত রয়েছি। অতএবমিক্বদাদ বিন আসওয়াদ, যার আরেক নাম মিক্বদাদ বিন আমরও ছিল যা তার প্রকৃত নাম, তিনি বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমরা মূসার সাথিদের ন্যায় নই যে, আপনাকে এই উত্তর দিব যে, যাও, তুমি এবং তোমার খোদা গিয়ে যুদ্ধ কর, আমরা এখানেই বসে আছি। বরং আমরা এ কথা বলি যে, আপনি যেখানে ইচ্ছা যান, আমরা আপনার সাথে আছি, আমরা আপনার ডানে ও বামে এবং সম্মুখে ও পশ্চাতে থেকে যুদ্ধ করব। এ বক্তৃতা শোনার পর মহানবী (সা.)-এর পবিত্র মুখমণ্ডল আনন্দোজ্জল হয়ে উঠে,কিন্তু তা সত্ত্বেও মহানবী (সা.) আনসারদের উত্তরের অপেক্ষায় ছিলেন এবং চাচ্ছিলেনযেন তারাও কিছু বলে। কেননা মহানবী (সা.)-এর ধারণা ছিল যে, হয়ত আনসাররা মনে করছে আকাবা-র বয়আতেরঅঙ্গীকার অনুসারে আমাদের দায়িত্ব কেবল এতটুকু যে, মদিনায় আক্রমণ হলেই কেবল আমরা তার প্রতিরোধ করব। তাই মুহাজের সাহাবীদের এ ধরনের আত্মনিবেদনমূলক বক্তব্য দেয়ার পরও মহানবী (সা.) একথাই বলে যাচ্ছিলেন যে, পুনরায় আমাকে পরামর্শ দাও, কী করা যায়? অওস গোত্রের সর্দার সা'দ বিন মুআয মহানবী (সা.)-এর (বারবার বলার) উদ্দেশ্য বুঝতে পারেন এবং আসনসারদের পক্ষ থেকে নিবেদন করেন যে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি হয়ত আমাদের মতামত জানতে চাচ্ছেন। (তবে শুনুন) খোদার কসম! আমরা যখন আপনাকে সত্য জেনে আপনার প্রতি ঈমান এনেছি তখন আমরা আমাদের হাত আপনার হাতে দিয়ে দিয়েছি। কাজেই এখন আপনি যেখানে খুশি নিয়ে চলুন আমরা আপনার সাথে আছি এবং সেই সত্তার কসম! যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, আপনি যদি আমাদের সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে বলেন তাহলে আমরা ঝাঁপিয়ে পড়ব আর আমাদের মধ্য থেকে একজনও পিছপা হবে না এবং ইনশাআল্লাহ্ যুদ্ধক্ষেত্রে আপনি আমাদেরকে অবিচল দেখতে পাবেন আর আমাদের পক্ষ থেকে এমন বিষয় দেখবেন যা আপনার চোখের স্নিগ্ধতার কারণ হবে। এ বক্তব্য শোনার পর মহানবী (সা.) অত্যন্ত আনন্দিত হন এবং বলেন, سِيْرُوْا وَاَبْشِرُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ قَدْ وَعَدَنِيْ اِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ وَاللّٰهِ لَكَاَنِّيْ اَنْظُرُ اِلٰى مَصَارِعِ الْقَوْمِ

অর্থাৎ তাহলে তোমরা আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে অগ্রসর হও এবং আনন্দিত হও, কেননা আল্লাহ্‌তা'লা আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, কাফেরদের এই দুই দলের অর্থাৎ সেনাদল হোক বা কাফেলা রয়েছে, সেগুলোর যে কোন একটি দলের বিরুদ্ধে তিনি আমাদেরকে অবশ্যই বিজয় দান করবেন আর খোদার কসম! আমি যেন এখন সেসব স্থান প্রত্যক্ষ করছি যেখানে নিহত হয়ে শত্রুসৈন্যের লাশ পড়বে। (সীরাত খাতামান্নাবীঈন, পৃ: ৩৫৪-৩৫৫)

এরপর হযরত মিক্বদাদ (রা.) সম্পর্কে এটিও উল্লিখিত আছে যে, বদরের যুদ্ধে খোদার পথে জিহাদকারীদের মধ্যে তিনিই প্রথম অশ্বারোহী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন।তার ঘোড়ার নাম ছিল সাবহা। একটি রেওয়ায়েত অনুসারেবদরের যুদ্ধে মুসলমানদের দু'টি ঘোড়ার উল্লেখ পাওয়া যায়। হযরত আলী (রা.) বলেন, বদরের যুদ্ধে আমাদের কাছে দু'টি ঘোড়া ছিল। একটি ছিল হযরত যুবায়ের বিন আওয়াম (রা.)-এর এবং অপরটি ছিল হযরত মিক্বদাদ বিন আসওয়াদ (রা.)-এর। ইবনে হিশাম-এর ভাষ্যমতে, বদরের যুদ্ধের দিন মুসলমানদের নিকট তিনটি ঘোড়া ছিল। হযরত মারসাদ বিন আবু মারসাদ (রা.)-এর নিকট একটি ঘোড়া ছিল এর নাম ছিল সাবাল, হযরত মিক্বদাদ বিন আমর (রা.)-এর কাছে একটি ঘোড়া ছিল এর নাম বা'যাজা কিংবা সাবহা এবং হযরত যুবায়ের বিন আওয়াম (রা.)-এর কাছে একটি ঘোড়া ছিল যার নাম ইয়া'সূব।(আততাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৮৬)

হযরত মির্যা বশীর আহমদ (রা.) ইতিহাসের বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে 'সীরাত খাতামান্নাবীঈন' পুস্তকে যা সংকলন করেছেন সে অনুযায়ী, বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের নিকট কেবল দুটি ঘোড়া ছিল। কোন কোন পুস্তকে তিনটি আর কোন কোন স্থানে পাঁচটির উল্লেখ পাওয়া যায়।

('সীরাত খাতামান্নাবীঈন', পৃ: ৩৫৩)

যাহোক, ঘোড়া দু'টি, তিনটি কিংবা পাঁচটি যা-ই থাকুক না কেন, এটি প্রমাণিত সত্য যে, মুসলমানদের সমরাস্ত্র এবং কাফেরদের সমরাসাজ সরঞ্জামের মাঝে কোন তুলনাই ছিল না বরং কাফিরদের সমরাস্ত্রের বিপরীতেমুসলমানদের নিরস্ত্র-ই বলা যেতে পারে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা যখন

যুগ খলীফার বাণী

আমরা আহমদীদেরকেই জগতকে ইসলামের অনিন্দ সুন্দর শিক্ষা সম্পর্কে অবগত করতে হবে, এর জন্য আবশ্যক হল খোদার সঙ্গে সম্পর্ক তৈরী করা। *(খুতবা জুমা, প্রদত্ত, ৩রা ফেব্রুয়ারী, ২০১৭)*

দোয়াপ্রার্থী: Mohmmad Parvez Hossain and Family Bolpur, (Birbhum)

শত্রুর মোকাবিলা করতে দণ্ডায়মান হন তখন মুহাজির এবং আনসারগণ উভয়ে মহানবী (সা.)-এর সাথে যে অঙ্গীকার করেছিলেন তা পূর্ণ করে দেখান।

হযরত মিক্বদাদ বিন আমর কিন্দী (রা.) বনু যোহরা গোত্রের মিত্র ছিলেন এবং মহানবী (সা.)-এর সাথে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।তিনি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! বলুন তো, যদি কাফেরদের মধ্য থেকে কোন ব্যক্তির সাথে আমার মোকাবিলা হয় এবং আমরা দু'জন লড়াই শুরু করি, আর সে তরবারি দিয়ে আমার একটি হাত কেটে ফেলে, তারপর সে আমার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য একটি গাছের পিছনে আশ্রয় নেয়, অর্থাৎ দৌড়ে পালিয়ে যায় ও একটি গাছের পিছনে লুকিয়ে পড়ে এবং বলে যে, আমি আল্লাহ্র জন্য মুসলমান হয়ে গেছি; হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! তার এই কথা বলার পর কি আমি তাকে হত্যা করব?রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, তুমি তাকে হত্যা করো না। হযরত মিক্বদাদ বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.), সে আমার একটি হাত কেটে ফেলেছে আর তারপরে এমনটি বলেছে!মহানবী (সা.) বলেন, তাকে হত্যা করো না; কারণ যদি তুমি তাকে হত্যা করে বস তাহলে সে তোমার সেই মর্যাদায় পৌঁছে যাবে যা তুমি তাকে হত্যা করার পূর্বে অর্জন করেছিলে, অর্থাৎ ঈমানের অবস্থানে, আর তুমি তার সেই অবস্থানে চলে যাবে যাতে সে কলেমা পাঠের পূর্বে ছিল, অর্থাৎ কাফের থাকা অবস্থায় ছিল।

(সহী বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, হাদীস-৪০১৯)

অতএব এরকম একটি কাল্পনিক চিত্র তিনি মহানবী (সা.)-এর সামনে উপস্থাপন করেছিলেন যে, সে আমার হাতও কেটে ফেলে, তারপর গাছের পিছনে লুকিয়ে কলেমা পড়ে নেয় এবং বলে, আমি আল্লাহ্র জন্য মুসলমান হয়ে গেছি; সেক্ষেত্রে কি আমি প্রতিশোধ নেব? তিনি (সা.) বলেন, না; যদি (প্রতিশোধ) নাও তবে সেই কাফের মু'মিন হবে, আর তুমি ঈমান আনা সত্ত্বেও সেই কাফেরের অবস্থানে গিয়ে দাঁড়াবে।

এ হলো কলেমা-পাঠকারীর মর্যাদা যা মহানবী (সা.) প্রতিষ্ঠা করেছেন। আর বর্তমান যুগের নামসর্বস্ব আলেম ও ইসলামী রাষ্ট্রগুলোর কর্মকাণ্ড দেখুন! তারা নিজেরা যদি দেখত যে এই হাদীস অনুসারে তারা নিজেরা কোন অবস্থানে দাঁড়িয়ে আছে– মু'মিনের অবস্থানে না কাফেরের অবস্থানে!

মহানবী (সা.)-এর উট বনু গাফ্ফার গোত্রের এক রাখালের তত্ত্বাবধানে মদিনার বাইরে চরে বেড়াচ্ছিল, আর সেই রাখালের স্ত্রীও সাথে ছিল। বনু ফাযারা গোত্রের উয়াইনা বিন হিসন, বনু গাতফানের কতিপয় অশ্বারোহীর সঙ্গে মিলিত হয়ে আক্রমণ করে এবং রাখালকে হত্যা করে আর তার স্ত্রী ও উটকে সঙ্গে করে নিয়ে যায়। হযরত সালামা বিন আকওয়া সর্বপ্রথমে তাদের সম্পর্কে জানতে পারেন। তার সঙ্গে হযরত তালহা বিন উবায়দুল্লাহ্-র কৃতদাস ঘোড়া নিয়ে রওয়ানা হয়। যখন হযরত সালামা 'সানিয়্যাতুল বিদা', এই উপত্যকার নাম সম্পর্কে বিভিন্ন মত রয়েছে, কারো কারো মতে এটি মদিনার বাইরের সেই স্থান যেখান থেকে মক্কাগামী লোকদের বিদায় জানানো হতো। আবার অপর এক বর্ণনা মতে এটি সিরিয়ার দিকে মদিনার বাইরের একটি স্থান এবং তাবুক-এর যুদ্ধ থেকে ফেরত আসার পর মদিনাবাসীরা মহানবী (সা.) কে এখানেই স্বাগত জানিয়েছিল এবং মহানবী (সা.) এই স্থান থেকেই যুদ্ধের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সৈন্যবাহিনীকে বিদায় জানিয়ে ছিলেন। যাহোক এরা যখন সেখানে পৌঁছায় তখন তারা উয়াইনা এবং তার সঙ্গীদের দেখে ফেলে এবং মদিনার নিকটবর্তী 'সালা' পাহাড়ে চড়ে উচ্চ স্বরে সাহায্যের জন্য আবেদন করতে থাকে, লোকদের ডাকতে থাকে এবং বলে, হে সাবাহা। অতঃপর হযরত সালামা তির নিক্ষেপ করতে করতে তাদের পিছু ধাওয়া করেন এবং তাদের দিক পরিবর্তন করে দেন। হযরত সালামার সাহায্যের আহ্বান শুনতে পেয়ে মহানবী (সা.) মদিনায় ঘোষণা করান যে, শত্রুর মোকাবেলার জন্য বের হও। তখন তৎক্ষণাৎ অশ্বারোহীরা মহানবী (সা.) এর নিকট আসতে আরম্ভ করে এবং তাদের মধ্যে যিনি সর্বপ্রথম সাড়া দেন তিনি ছিলেন হযরত মিক্বদাদ। (শারাহ যিরকানি, ২য় খণ্ড, পৃ: ১৬৬-১৬৯)

মহানবী (সা.) যখন মক্কায় সেনা অভিযানের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন তখন এই যুদ্ধাভিযানকে অত্যন্ত গোপন রাখা হয়। যদিও সাহাবীরা এই যুদ্ধাভিযানের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, কিন্তু এটি সবার জানা ছিল না যে, মক্কার দিকে যেতে হবে। এই অবস্থায় একজন বদরী সাহাবী হযরত হাতেব বিন বালতা' নিজ সরলতা ও বোকামিবসত মক্কা থেকে আগত এক মহিলার সঙ্গে একটি গোপন চিঠি মক্কার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন যাতে মক্কায় আক্রমণের সমস্ত প্রস্তুতির কথা উল্লেখ করেন।সেই নারী পত্র নিয়ে চলে গেলে আল্লাহ্তা'লা মহানবী (সা.)-কে এর সংবাদ প্রদান করেন। অতএব মহানবী (সা.) হযরত আলীকে দুই তিনব্যক্তিসহ, যাদের মাঝে হযরত মিক্বদাদও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন,সেই নারীর পিছু ধাওয়া এবং তার কাছ থেকে সেই পত্র উদ্ধারের জন্য প্রেরণ করেন। হযরত আলী বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) আমাকে এবং যুবায়ের ও মিক্বদাদকে প্রেরণ করেন এবং বলেন রওজায়ে খাখ নামক স্থানে যাও, সেখানে উটে আরোহী এক নারীর কাছে একটি পত্র রয়েছে, তার কাছ থেকে সেটি নিয়ে নাও। সুতরাং আমরা রওয়ানা হলাম, আমাদের ঘোড়াগুলো আমাদেরকে নিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটল এবং আমরা সেই নারীর কাছে পৌঁছে গেলাম। আমরা তাকে বললাম পত্রটি বের কর। সেই নারী বলে, আমার কাছে তো কোন পত্র নেই। আমরা বললাম, তুমি অবশ্যই পত্রটি বের করবে নতুবা তোমাকে নিজের কাপড় খুলতে হবে। সে নিজ চুলের খোপা থেকে পত্রটি বের করে আর আমরা সেটি নিয়ে মহানবী (সা.) এর সমীপে উপস্থিত হলাম যা সেই সাহাবী কাফেরদের নামে লিখেছিলেন। তিনি তাসরলতার কারণে লিখেছিলেন। কিন্তু পুরো বিষয়টি গোপন ছিল, আর গোপনীয়তা প্রকাশ পেয়ে যাওয়ার আশংকা ছিল। যাহোক, আল্লাহ্তা'লা এর সংবাদ প্রদান করেন এবং এ পত্রটিমহানবী (সা.) এর কাছে পৌঁছে যায়।

(সহী মুসলিম, কিতাব ফাযায়েলুস সাহাবা, হাদীস-২৪৯৪)

মূসা বিন ইয়াকূব নিজ ফুপুর কাছ থেকে এবং তিনি তার মাতার পক্ষ থেকে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) হযরত মিক্বদাদকে খায়বারের উৎপাদন থেকে বার্ষিক পনেরো ওয়াসাক যব দান করেছিলেন যা আনুমানিকভাবে বার্ষিক প্রায় সোয়া ছাপ্পান্ন মন যব হয়। সেটি আমরা মুয়াবিয়া বিন আবু সুফিয়ানের কাছে এক লক্ষ দিরহামে বিক্রি করেছিলাম।

(আততাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৮৬)

এটি বার্ষিক স্থায়ী আয় ছিল আর হতে পারে যে, কয়েক বছরের উৎপাদন অথবা স্থায়ী উৎপাদন বিক্রি করেছিলেন; কেননা শুধুমাত্র ছাপ্পান্ন মন এর মূল্যএত বেশি হতে পারে না।ইয়ারমুকের যুদ্ধেও হযরত মিক্বদাদ অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং এ যুদ্ধে হযরত মিক্বদাদ ক্বারী ছিলেন। রসূলুল্লাহ্ (সা.) বদরের যুদ্ধের পর এ রীতি প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন যে,যু দ্ধের সময় সূরা আনফাল পাঠ করা হতো। মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুর পরও মানুষ এটি পালন করতে থাকে। (তারিখুত তাবারি, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৫৯)

মহানবী (সা.) একটি সেনা অভিযান প্রেরণ করেন এবং হযরত মিক্বদাদকে সেটির আমীর নিযুক্ত করেন। যখন সেটি ফিরে আসে তখন মহানবী (সা.) জিজ্ঞেস করেন, হে আবু মা'বাদ, তু মি আমীরের পদকে কেমন দেখলে। তখন তিনি বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আমি যখন বের হলাম তখন আমার অবস্থা এমন হয় যে, অন্যদেরকে আমি আমার দাস জ্ঞান করছিলাম। এটি শুনে তিনি (সা.) বলেন, হে আবু মা'বাদ! এমারত এরূপই হয়ে থাকে, সে ব্যাতীত যাকে আল্লাহ্ তা'লা এর অনিষ্ট থেকে সুরক্ষিত রাখেন। মিক্বদাদ নিবেদন করেন, অবশ্যই! সেই সত্তার শপথ যিনি আপনাকে সত্য সহ নবী বানিয়ে প্রেরণ করেছেন, আমি দু'জন ব্যক্তির উপর তত্ত্বাবধায়ক হওয়াও পছন্দ করব না। (আল আসাবা ফি তামিযিস সাহাবা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ২০৭-২০৮)

এই একটি অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে, আর আমি দেখেছি যে, আমার মনে হয়েছে সবাই আমার দাস। অতএব এরপর আমি এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে,আমার এটি মোটেই পছন্দ নয় যে, কখনো আমি দু ব্যক্তিরও তত্ত্বাবধায়ক হব। এ ছিল তাদের তাকওয়ার মান। কর্মকর্তা হ লে অহংকার সৃষ্টি হতে পারে তাই আমি পছন্দ করিনা যে দু'জন ব্যক্তিও আমার অধীনস্ত থাকবে। অতএব, আমাদের সকল কর্মকর্তাদেরও এটি সর্বদা স্বরণ রাখা প্রয়োজন যে, প্রথমতআকাঙ্ক্ষা করা যাবে না, আর যখন কাউকে পদ দেওয়া হয়, দায়িত্ব দেওয়া হয়, তখন আল্লাহ্ তা'লার কাছে ঐ পদের অনিষ্ট থেকে বাঁচার জন্য দোয়া করা উচিত যেন আল্লাহ্ তা'লা কখনো অহংকার সৃষ্টি না করেন এবং তাঁর করুণা যাচনা করা উচিত।

হযরত মিক্বদাদ হিম্স এর অবরোধের সময় হযরত আবু ওবায়দা বিন জার্রাহ্ এর সাথে ছিলেন। (তারিখুত তাবারি, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১৮৫)

হযরত মিক্বদাদ মিশরের বিজয়েও অংশ নেন।

(আল ইসতিয়াব ফি মারিফাতিল আসহাব, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৪৩)

২০ হিজরী সনে যখন মিশরে সেনা-অভিযান পরিচালিত হয় এবং মুসলিম বাহিনীর নেতা হযরত আমর বিন আ'স খিলাফতের দরবারে আরো সৈন্য-সাহায্য চেয়ে পাঠালেন তখন হযরত উমর (রা.) দশ হাজার সৈন্য এবং চার জন্য কর্মকর্তা সাহায্যের জন্য প্রেরণ করেনযাদের মধ্যে একজন হযরত মিক্বদাদও ছিলেন এবং লিখেন যে, এই সেনাকর্মকর্তা দের প্রত্যেকেই শত্রুদের এক হাজার সৈন্যের সমান। অতএব এই সৈন্য-সাহায্য পৌঁছা মাত্রই যুদ্ধের অবস্থা পাল্টে যায় আর স্বল্পতম সময়ে ফেরাউনের পুরো দেশ তৌহীদের পতাকা তলে এসে যায়। (সীরাসসাহাবা, ২য় খণ্ড,পৃ: ২৮৬)

হযরত জুবায়ের বিন নুফায়ের বর্ণনা করেন যে, হযরত মিক্বদাদ বিন আসওয়াদ (রা.) কোন কাজে আমাদের কাছে আসলে আমরা বললাম, আল্লাহ্ তা'লা আপনাকে সুস্থ সবল ও নিরাপদ রাখুন। আপনি বসুন, যতক্ষণ না আমরা আপনার কাজ শেষ করছি। তিনি বলেন, জাতির অবস্থা দেখে আশ্চার্যান্বিত হতে হয়। তিনি বলেন, এখনই আমি যখন কিছু লোকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন শুনতে পেলাম যে, তারা ফিতনা (বা পরীক্ষা) কামনা করছিল, তারা মনে করছিল যে, আল্লাহ্ তা'লা অবশ্যই তাদেরকে তেমনিভাবে পরীক্ষা করবেন যেভাবে তিনি স্বীয় রসূল (সা.) এবং তাঁর সাহাবীদের পরীক্ষা

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022 Vol. 5 Thursday, 2-9 Jan , 2020 Issue No.1-2

MANAGER
NAWAB AHMAD
Phone: +91 1872-224 -757
Mob: +91 9417 020 616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs.500/- (Per Issue : Rs. 9/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

করেছিলেন। তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! মহানবী (সা.)-কে আমি এটি বলতে শুনেছি যে, সৌভাগ্যবান তারা যাদেরকে ফিতনা এবং নৈরাজ্য থেকে রক্ষা করা হয়েছে, এই কথা মহানবী (সা.) তিন বার বলেন এবং বলেন, পরীক্ষা যদি এসেই যায় তাহলে ধৈর্য্য ধারণ কর।

(আল মুজামুল কবীর, খণ্ড-২০, পৃ: ২৫২-২৫৩)

অর্থাৎ কোন পরীক্ষা বা সমস্যা কামনা করা উচিত নয় আর না এর ইচ্ছা প্রকাশ করা উচিত, তবে পরীক্ষা যদি এসেই যায় তাহলে তার জন্য ধৈর্য্য এবং অবিচলতা প্রদর্শন করা উচিত, ভীরুতা প্রদর্শন করা উচিত নয়।

হযরত মিক্বদাদ (রা.)-এর দেহ স্থুলকায় ছিল কিন্তু তাসত্ত্বেও তিনি জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হতেন। একবার তিনি কোন স্বর্ণকারের সিন্দুকের পাশে বসেছিলেন, তখন হযরত মিক্বদাদ (রা.)কে সিন্দুক থেকেও বড় দেখাচ্ছিল। কেউ একজন তাকে বলেন, আল্লাহ্ তা'লা আপনাকে জিহাদে না যাওয়ার ছাড় দিয়েছেন, তিনি অনেক মোটা দেহের অধিকারী ছিলেন আর তাঁর মেয়ে যেমনটি বর্ণনা করেছেন যে, তাঁর পেট বেশ বড় ছিল। হযরত মিক্বদাদ উত্তরে বলেন, সূরা বহুস-এ, আমার জন্য বের হওয়া আবশ্যক করা হয়েছে অর্থাৎ **'ইনফিরু খিফাফাঁও ওয়া সিকালা'** (সূরা তওবা: ৪১) অর্থাৎ তোমরা হালকা হও বা ভারী, জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হও।

(আহকামুল কুরআন লি ইবনে আরাবী, ২য় খণ্ড, পৃ: ৪৪৪)

বহুস সূরা তৌবার অপর একটি নাম কেননা এতে মুনাফিকদের গোপন ষড়যন্ত্রের রহস্য উন্মোচন করা হয়েছে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) **'খিফাফাওঁ ওয়া সিকালা'**- এর ব্যাখ্যা এভাবে করেছেন যে, এই আয়াতে মুসলমানদেরকে তাগিদ প্রদান করা হয়েছে যেন তারাআল্লাহ্‌র পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হয় এবং এই পথে কোন ধরনের জটিলতা বাধ না সাধে। **'খিফাফাওঁ ওয়া সিকালা'** এর বেশ কিছু অর্থ রয়েছে- তোমরা বৃদ্ধ হও বা যুবক হও; একক ব্যক্তি হও কিংবা গোষ্ঠীভুক্ত হও; পদাতিক হও বা আরোহী হও; তোমাদের কাছে পর্যাপ্ত পরিমাণে অস্ত্র-শস্ত্র থাকুক বা না থাকুক,খাদ্য সামগ্রী থাকুক বা না থাকুক।

[হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) অপ্রকাশিত দরসের চয়নকৃত অংশ, রেজিস্টার নম্বর-৩৬, পৃ: ১০০৬]

অতএব এই আয়াতের যেহেতু বিভিন্ন অর্থ রয়েছে তাই হযরত মিক্বদাদ (রা.) শারীরিক গড়নের ক্ষেত্রে হালকা-পাতলা বা স্থুলকায় হওয়ারঅর্থ গ্রহণ করে জিহাদে অংশগ্রহণের নিজ বাসনার কথা ব্যক্ত করেছেন।

হযরত মিক্বদাদ (রা.)-এর পেট বেশ বড় ছিল। তাঁর (রা.) একজন রোমীয় দাস ছিল। সে তাঁকে (রা.) বলে, আমি আপনার পেট কেটে চর্বি বের করে দিব। সে যুগে অস্ত্রপচারের রীতি যাই ছিল (ধারণা করা হয়ে এর) ফলে পেট হালকা হয়ে যাবে। আজো মানুষ এমনটি করে। অতএব সে হযরত মিক্বদাদ (রা.)-এর পেট কেটে চর্বি বের করে পুনরায় তা সেলাই করে দেয়, কিন্তু এ কারণে হযরত মিক্বদাদের (রা.) মৃত্যু হয়। ইনফেক্‌শন (পচন) হয়ে গিয়েছিল যা পরবর্তীতে আর সারে নি। যাহোক সেই দাস এই অবস্থা দেখে পরবর্তীতে সেখান থকে পালিয়ে যায়।

(আল আসাবা ফি তামিযিস সাহাবা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ১৬১)

অপর এক বর্ণনা অনুযায়ী, যাআবু ফায়েদ কর্তৃক বর্ণিত,হযরত মিক্বদাদ (রা.)-এর মৃত্যু হয়েছিল দোহনুল খিরওয়া অর্থাৎ কেস্টর অয়েল বা রেড়ির তেল পান করার ফলে। হযরত মিক্বদাদের মেয়ে করীমা বলেন, হযরত মিক্বদাদের মৃত্যু মদিনা থেকে তিন মাইল দূরত্বে জুরফ নামক স্থানে হয়েছে। সেখান থেকে তার লাশকে মানুষের কাঁধে বহন করে মদিনায় নিয়ে আসা হয়। হযরত উসমান (রা.) তাঁর জানাযার নামায পড়ান এবং জান্নাতুল বাকীতে তাকে কবরস্থ করা হয়। ৩৩ হিজরী সনে হযরত মিক্বদাদ মৃত্যু বরণ করেন। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স সত্তর বছর অথবা এর কাছাকাছি ছিল। (আততাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড,পৃ: ৮৭)

যুগ ইমামের বাণী

তোমরা নিজেদের মনকে সরল করিয়া এবং জিহ্বা চক্ষু ও কর্ণকে পবিত্র করিয়া তাঁহার দিকে অগ্রসর হও, তাহা হইলে তিনি তোমাদিগকে গ্রহণ করিবেন।

(কিশতিয়ে নূহ, পৃ: ২৫)

দোয়াপ্রার্থী: **Abdus Salam, Nararvita (Assam)**

ইবনে বুরায়দা তার পিতার কাছ থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, তিনি বলেন, মহানবী (সা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে চারজনকে ভালোবাসার নির্দেশ দি য়েছেন আর আমাকে বলা হয়েছে যে, তিনিও তাদেরকে ভালোবাসেন। জিজ্ঞেস করা হয় যে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! তারা কারা? তিনি (সা.) বলেন, তাদের মধ্যে একজন হলেন আলী, এটি তিনি তিনবার বলেছেন। এরপর আবু যর, সালমান এবং মিক্বদাদ। এটি ইবনে মাজাহ্‌র বর্ণনা, বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নভাবে এ রেওয়ায়েত এসেছে।

(সুনান ইবনে মাজা, মুকাদ্দামা আল মুয়াল্লেখ, হাদীস-১৪৯)

হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.) বলেন, প্রত্যেক নবীকে সাতজন করে বুযুর্গ সাথী দান করা হয়েছে কিন্তু আমাকে দান করা হয়েছে চৌদ্দজন । বর্ণনাকারী বলেন, তিনি হয়ত সাথী'র পরিবর্তে নিগরান বা তত্ত্বাবধায়ক শব্দ ব্যবহার করে থাকবেন । আমরা নিবেদন করলাম, তারা কারা? তখন হযরত আলী (রা.) বলেন, তিনি (সা.) বলেন, একজন আমি, অর্থাৎ হযরত আলী, আমার দুই পুত্র হাসান ও হুসাইন, জাফর, হামযা, আবু বকর, উমর, মুস'আব বিন উমায়ের, বেলাল, সালমান, আম্মার, মিক্বদাদ, হুযায়ফা, আবু যর এবং আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ। এটি সুনানে তিরমিযির হাদীস।

(সুনানে তিরমিযি, কিতাবুল মানাকেব, হাদীস-৩৭৮৫)

পবিত্র কুরআনে সূরা আনআমের আয়াত হলো-

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ وَّمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِّنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُوْنَ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ??

(সূরা আনআম: ৫৩)

অর্থাৎ আর তুমি তাদেরকে বিতাড়িত করো না যারা নিজেদের প্রভু-প্রতিপালককে তাঁর সন্তু ষ্টি অর্জনের জন্য সকালেও ডাকে এবং সন্ধ্যায়ও। তোমার ওপর তাদের হিসাবের কোন দায়দায়িত্ব নেই এবং তোমার হিসাবের কোন দায়দায়িত্বও তাদের ওপর নেই। অতএব এপরও যদি তুমি তাদের বিতাড়িত কর তবে তুমি যালেমদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

হযরত সাদ এই আয়াত সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন, এই আয়াত ছয় ব্যক্তি সম্পর্কে অবতীর্ণ হ য়েছে-আমি স্বয়ং অর্থাৎ- হযরত সাদ, ইবনে মাসুদ, সুহায়েব, আম্মার, মিক্বদাদ এবং বেলাল (রা.)। এটিও ইবনে মাজাহ্-র রেওয়ায়েত। হযরত সাদ বলেন, কুরাইশরা মহানবী (সা.)-কে বলে যে, আমরা এদের অধীনস্থ হওয়া পছন্দ করি না। তাই তুমি তাদেরকে তোমার কাছ থেকে তাড়িয়ে দাও। বর্ণনাকারী বলেন, এর ভিত্তিতেমহানবী (সা.)-এর হৃদয়ে সেই কথা প্রবেশ করে যা আল্লাহ্ চেয়েছেন। অতঃপর মহা সম্মানিত ও মহিমান্বিত আল্লাহ্‌তাঁর প্রতি এই আয়াত অবতীর্ণ করেন-

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ (সূরা আনআম: ৫৩)

অর্থাৎ আর তুমি তাদেরকে তাড়িয়ে দিও না যারা নিজেদের প্রভু-প্রতিপালককে তাঁর সন্তু ষ্টি অর্জনের জন্য সকালেও ডাকে এবং সন্ধ্যায়ও।

(সুনান ইবনে মাজা, কিতাবুয যোহদ, হাদীস-৪১২৮)

যাহোক এই আয়াত নাযেল হওয়ার উদ্দেশ্য যা-ই হয়ে থাকুক, তিনি বলেন যে, মহানবী (সা.) এই উত্তরই প্রদান করেন।

একটি রেওয়ায়েত অনুযায়ী হযরত মিক্বদাদ প্রথম সাহাবী ছিলেন যিনি ঘোড়ায় আরোহন করে আল্লাহ্ তা'লার পথেযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন।

(আল আসাবা ফি তামিযিস সাহাবা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ১৬০)

এটি পূর্বেও অল্প পরিসরে উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত মিক্বদাদ বর্ণনা করেন যে, তিনি প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেওয়ার জন্য বাকী কবরস্থানের দিকে যান। মানুষ সেই সময় দুই তিন দিন পরপর প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিত। তিনি প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেওয়ার জন্য এক নির্জন জায়গায় প্রবেশ করেন।

এর পর ৭ পাতায়

যুগ খলীফার বাণী

খিলাফত ব্যবস্থাপনা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের বিধান ও ব্যবস্থাপনারই একটি অঙ্গ।

(খুতবা জুমা, প্রদত্ত ২৪ শে মে, ২০১৯)

দোয়াপ্রার্থী: **Sabina Yasmin, Bilaspur (Chhattisgarh)**

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir